ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 February, 2020 ■ আগরতলা, ২৪ ফেব্রুয়ারী , ২০২০ ইং ■ ১১ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোহভঙ্গ নাকি অন্তর্কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ

বার এসো নির্বাচনে কোন মতে মুখ রক্ষা বিজেপির, বিরোধীদের আধিপত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারী।। মোহভঙ্গ নাকি দলীয় অন্তর্কোন্দলের বহিঃপ্রকাশ। বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে তা মূল্যায়ণের তাগিদ অনুভব করবে শাসক দল বিজেপি, এমনটা মনে করা হচ্ছে। কারণ, এক বছরের মধ্যেই বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টে গিয়েছে। আজ ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের ২০২০-২১ বছরের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। তাতে, সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের আড়ালে শাসক বিরোধী জোট জয়ী হয়েছে। শাসক দল বিজেপি সমর্থীত আইনজীবিদের সংগঠন মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হয়ে মুখ রক্ষা করতে পেড়েছে। সিপিএম ও কংগ্রেস ছয়টি করে আসনে জয়ী হয়েছে।

বার এসোসিয়েশন নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থীত আইনজীবি মৃণাল কান্তি বিশ্বাস ২২২টি ভোট পেয়ে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সহ সভাপতি পদে কংগ্রেস সমর্থীত আইনজীবি সুভাশিষ দে ১৭৯টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। এদিকে, সম্পাদক পদে সিপিএম সমর্থীত আইনজীবি কৌশিক ইন্দু ২১৬টি ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তেমনি সহ-সম্পাদক পদে সিপিএম সমর্থীত আইনজীবি মিতালি নন্দি ১৯৫টি এবং কংগ্রেস সমর্থীত আইনজীবি সুজয় সরকার ১৮১টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। বার

ত্রিপুরা বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে জয়ের উল্লাস। রবিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

এসোসিয়েশনের নির্বাচনে পদাধিকারী আসনে শাসক দল বিজেপি সমর্থীত আইনজীবিরা খাতা খুলতে পারেননি। শুধু সদস্য পদে তিনটি আসনে বিজেপি লিগ্যাল সেল জয়ী হয়েছে। সদস্যপদে সিপিএম চারটি আসনে এবং কংগ্রেস তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে।

সদস্যপদে নির্বাচিতরা হলেন, অর্ঘ্য কুসুম পাল (২৪৪টি), দীপ্তনু দেবনাথ (২২০টি), মনিষা মজুমদার (১৮৭টি), প্রসেনজিৎ দেবনাথ (২১০টি), পুলক সাহা (২১৬টি), সৈকত রহমান (১৮৮টি), সোমা রায় (২১০টি), অনিমেষ ভৌমিক (১৮০টি), নন্দন পাল (১৮৩টি) এবং উৎপল দাস (২০৭টি)। এদিন বার এসোসিয়েশনে নির্বাচনে ৪০৮জন ভোটারদের মধ্যে ৩৮৯জন ভোট দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩ জনের ভোট বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন রির্টানিং অফিসার।

বার এসোসিয়েশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে রির্টানিং অফিসার বরিষ্ঠ আইনজীবি সন্দীপ দত্ত চৌধুরী বলেন, নির্বাচনে সকলের সহযোগিতা মিলেছে। ফলে, শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোট পর্ব মিটেছে। তিনি বলেন, বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সংবিধান বাচাও মঞ্চের আইনজীবিরা আইনজীবিরা জয়ী হয়েছেন। বিজেপি সমর্থীত আইনজীবি সংগঠন এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। তাঁর কথায়, বিদায়ী কমিটির সহযোগিতায় শান্তি পূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন ও গণনা পর্ব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর দাবি, আদালতকে রাজনীতি মুক্ত করার দীর্ঘদিনের প্রয়াস ক্রমশ সফল হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, আদালতকে রাজনীতি থেকে আলাদা রাখা হলে আইনের প্রতি মানুষের আস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

এদিন বার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান দূর্ঘটনায় নিহত দুই আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। মলয়নগরের কাছে বাইপাস রোডে যান দূর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দুজন। গুরুতর আহত হয়েছেন চারজন। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সন্ধ্যায়।

নিহতরা হলেন, আলামিন মিয়া (২৬) এবং মনোরা খাতুন (২০)। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, আহত হয়েছেন চারজন। তারা হলেন, সমীর দাস, স্বপন মিয়া, স্বপ্না বেগন এবং দুলাল মিয়া। দূর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। জানা গিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। তাতেই এই দূর্ঘটনা।

গাছ থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল বিশ্ব মুন্ডা নামে ৩৫ বছর বয়সের এক শ্রমিকের। ঘটনা মোহনপুর মোহীনিপুর গ্রামে। বিশ্ব মুন্ডা পেশায় দিন মজুর হেজামারার বাসিন্দা। প্রতিদিনকার মত রবিবার সকালেও কাজের সন্ধানে বের হয়ে মোহিনীপুরের বাসিন্দা নান্টু দেবের বাড়িতে গাছের ডাল কাটার কাজ করছিল। ডালা কাটতে গিয়ে ডাল ভেঙে হঠাৎ মাটিতে পড়ে যায় সে। বাড়ির মালিক সহ অন্যান্যরা শ্রমিক বিশ্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএএ'র প্রতিবাদে ফের উত্তপ্ত দিল্লি, সংঘর্ষে রণক্ষেত্র জাফরাবাদ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন (সিএএ) ইস্যুতে ফের উত্তপ্ত দিল্লি। রবিবার সিএএ-এর বিরোধী ও সমর্থনকারীদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা দিল্লির জাফরাবাদ এলাকা। রাস্তায় দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়ে পড়ার পর একে অন্যের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিরাট বাহিনী মোতায়েন করেছে দিল্লি পুলিশ উ তবে এখনও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

আগামীকাল ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার আগে শনিবার রাতে জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনের সামনে অবস্থান শুরু করেন হাজারেরও বেশি মহিলা। বিক্ষোভের জেরে স্টেশনে প্রবেশ এবং বাইরে বেরোনোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অবস্থায় এদিন সন্ধ্যায় সিএএ-র সমর্থনে স্থানীয় এক বিজেপি নেতার নেতৃত্বে কয়েকশো মানুষের মিছিল জাফরাবাদের অদূরে মৌজপুর আসতেই উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ মিছিল আটকে দেয়। কিছুটা দূরে অন্য দিকের রাস্তাও আটকে দেওয়া হয়।

তার পরেই দু'পক্ষের মধ্যে শুরু হয় ইটবৃষ্টি।সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা দিল্লির জাফরাবাদ এলাকা। রাস্তায় দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়ে পড়ার পর একে অন্যের দিকে ইট-পাটকেল ছুড়তে শুরু করে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ায় একাধিক কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু দু'পক্ষেই প্রচুর মহিলা থাকায় পুলিশ বা আধাসেনা কেউই বলপ্রয়োগ করেনি। এই সংঘর্ষের অদূরেই জাফরাদের প্রতিবাদীরা রয়েছেন। ফলে সংঘর্ষ আরও বড় আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা পুলিশ প্রশাসনের।এই গন্ডগোলের পরেই আরও বিরাট বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দিল্লি পুলিশ। তবে এখনও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

সিএএ বিরোধী বিক্ষোভের জেরে যাত্রী পরিষেবা বিপর্যস্ত দিল্লির জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনে। শনিবার রাত থেকে চলা বিক্ষোভের জন্য স্টেশনে প্রবেশ এবং বাইরে বেরোনোর গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালেও পরিস্থিতির কোনও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাত-পা বেধে মুখে বিষ ঢেলে স্টোর রোমের নৈশপ্রহরীকে হত্যা উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। হাত-পা বেধে মুখে বিষ ঢেলে স্টোর রোমের নৈশপ্রহরীকে হত্যা উদয়পুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদে প্রকাশ, মন্দির নগরী উদয়পুরের পূর্ব গকুলপুর এলাকার বাসিন্দা রাধা বল্লভ শর্মা। বয়স আনুমানিক ৫৮ বছর। টেপানিয়াস্থিত পাম্প হাউস স্টোরের নৈশ প্রহরী হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। প্রতিদিনের ন্যায় শনিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে টেপানিয়াস্থিত পাম্প হাউস স্টোরে আসেন। কিন্তু রবিবার আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হল না রাধা বল্লভ শর্মার। এইদিন সকালে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে তাই বাড়ির লোক রাধা বল্লভ শর্মার মোবাইল ফোনে বারে বারে কল করছিল। কিন্তু কেউই মোবাইল ফোন ধরছিল না। তখন বাড়ির লোকজনদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি পায়।

মৃতের ছেলে জানান এইদিন সকালে তিনি উদয়পুরের মহাদেব বাড়িতে পূজা দিতে যান। তখন গ্রামের এক ব্যক্তি তার মোবাইলে ফোন করে জানায় যে টার বাবা বাড়িতে আসেনি। তাই কর্মস্থলে গিয়ে খোঁজ করার জন্য। তাঁর কিছুটা সময় পর ঐ ব্যক্তি ফের তাঁর মোবাইলে কল করে জানায় যে তাঁর বাবা টেপানিয়াস্থিত পাম্প হাউস স্টোরের মূল ফটকের সন্মুখে পরে রয়েছে। সাথে সাথে সে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে এসে দেখতে পায় তাঁর বাবার মৃতদেহ পরে রয়েছে। মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাই তাঁর দাবি তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছে।

এইদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্যন্দন সম্পাদকের পত্নী কল্যাণী দে'র জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদকের পত্নী কল্যাণী দে'র জীবনাবসান হয়েছে। রবিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের আইসিইউ'তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি দুই পুত্র, পুত্রবধূদ্বয়, নাতি নাতনীসহ বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গিয়েছেন।

কর্মজীবনে কল্যাণী দে শিক্ষা দপ্তরের কর্মী ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কংগ্রেসের সহ-সভানেত্রী এবং আগরতলা পুর পরিষদের ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি স্যন্দন পত্রিকার অর্থ বিভাগের প্রধান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

কল্যাণী দে দীর্ঘ প্রায় দুই মাস ধরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রেমিকাকে তুলে আনলেও বিয়ের আগেই নিজ বাড়িতে আত্মঘাতী প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ভালবেসে প্রেমিকের সঙ্গে হাত ধরে বাপের বাড়ি ছেড়ে প্রেমিকের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পর বিয়ে হওয়ার পূর্বেই চির বিদায় নিল ২২ বছর বয়সী এক যুবক। তার নাম সুমন দাস। বাবার নাম জগদিশ দাস।

এক সপ্তাহ আগে তার নিজের পছন্দের এক মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে পালিয়ে নিয়ে আসে। তার বাড়ি বিশালগড় থানাধীন মুড়াবাড়ি ১৫ নং ওয়ার্ড এলাকায়। এই মাসের শেষের দিকে সামাজিকভাবে তাদের দুজনের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ সব স্বপ্নকে ভেঙে দিয়ে তার নিজ বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল এই যুবক। সে বিশালগড় নিউ মার্কেট বাজারে কলার ব্যবসা করত। তার সাথের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা এই খবরটি শুনে মেনে নিতে পারছে না। শনিবার রাতে সুমন বাড়িতে গিয়ে সে যে মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ওই মেয়ে সুমনের মার সাথে আরেক ঘরে ঘুমিয়েছিল। সুমন তাকে তার ঘরে যাওয়ার জন্য ডাক দেয়। কিন্তু ওই মেয়ে আর সুমনের ঘরে যায়নি।

কিছুক্ষণ পরই তার পরিবারের লোকজনদের নজরে আসে সুমন ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে। শুরু হয় তাদের চিৎকার চেচামেচি। জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএমপি'র নতুন কমিটি গঠিত সভাপতি জীতেন্দ্র, সম্পাদক রাখা

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ তথা জিএমপির নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছে জীতেন্দ্র চৌধুরী। এবং সম্পাদক পদে পুণরায় নির্বাচিত হয়েছে এডিসির মুখ্য নির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা।

রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাধাচরণ দেববর্মা জানান, নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে ১৩৭ জনের। তাছাড়া ২৫জনকে নিয়ে কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে। রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। সম্মেলনে ১৪টি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রস্তাবের মধ্যে ছিল রাজ্য ও দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সেইসাথে আন্তর্জাতিক স্তরেরও বেশ কিছু বিষয় এই প্রস্তাবে ছিল। মূলত এবারের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে রাজ্যের জাতি উপজাতির মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার। বিভেদকামী শক্তিকে প্রতিহত করা এবং নতুন প্রজন্মকে গণমুক্তি পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করা। তাছাড়া নতুন করে সদস্যপদ সংগ্রহ করা। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখনে সংগঠন সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরীও।

শনিছড়ায় বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্ম বসতবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরা জেলার শনিছড়া বাজার এলাকায় রবিবার সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা নাগাদ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ শনিছড়া বাজার এলাকার শিক্ষক জনৈক অনিন্দম নাথের বাড়িতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কর্মসূত্রে বাড়ির মালিক অনিন্দম নাথ থাকেন ধর্মনগর। অনিন্দমবাবুর অনুপস্থিতে তাঁর বড় ভাই অনিমেষ নাথ বাড়িতে থাকেন। কিন্তু তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানা গেছে। প্রতিদিন রাস্তা থেকে খড়কুট এবং বিড়ি সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে বাড়িতে আনাই ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন বড়ভাই অনিমেষের কাজ।

এদিকে আজ সকালে হঠাৎ অনিন্দম নাথের বাড়িতে আগুন জ্বলছে দেখে এলাকায় হইহুল্লোড় পড়ে যায়। আশপাশের লোকজন প্রথমে প্রেমতলা এবং পরে ধর্মনগর অগ্নিনির্বাপক দফতরে খবর দেন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুটি ইঞ্জিন নিয়ে অকুস্থলে ছুটে আসেন দমকলের জওয়ানরা। বহু কসরত করে তাঁরা আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকুরীতে নিশ্চয়তার দাবীতে গণঅবস্থান করল ১০৩২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। চাকুরীতে নিশ্চয়তার দাবিতে রবিবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সন্মুখে দুই ঘণ্টার গনঅবস্থান সংগঠিত করলো ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকারা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ৩১ মার্চ ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। এই শিক্ষকদের দাবি বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের চাকুরির সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিল। তাই প্রতিশ্রুতি মতো সরকার কাজ করুক। এইদিনের গনঅবস্থানে সামিল হয়ে ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষে ডালিয়া দাস জানান মূলত দুইটি দাবিকে সামনে রেখে এইদিনের গনঅবস্থান সংগঠিত করা হয়েছে। প্রথম দাবি হচ্ছে ৩১ মার্চের আগে ১০,৩২৩ শিক্ষক, শিক্ষিকাদের চাকুরির সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা। আর দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে ১০,৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকার ইতিমধ্যে অকাল মৃত্যু হয়েছে তাদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরি প্রদান করতে হবে।

ইয়াবাসহ পুলিশের জালে তিন হামলাবাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ফিনান্স কোম্পানির কিস্তির বকেয়া চাইতে রাজধানী আগরতলা থেকে এসেছিলেন দুই কর্মচারী। বকেয়ার টাকা দাবি করতে গেলে তাদের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালায় গ্রাহক ও তার দুই সাঁকরেদ। তাদের প্রাণঘাতী হামলা থেকে কোনও রকম পালিয়ে দুই কর্মচারী পুলিশের শরণাপন্ন হলে ঘটনার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যায়। পুলিশি অভিযানে আটক হয় তিন হামলাকারী। তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ উদ্ধার করে বহু নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা। ঘটনা রবিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ উত্তর ত্রিপুরার মনু এলাকায় সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় দশটা নাগাদ রাজ্যের রাজধানী আগরতলা থেকে মহিন্দ্রা ফিনান্স কোম্পানির দুই কর্মচারী শান্তনুকুমার কর ও পিণ্টু দত্ত এসেছিলেন উত্তর ত্রিপুরার মনুতে। এখানে কোম্পানির বকেয়া পাওনা আদায় করতে। তারা মনু অঞ্চলের গ্রাহক জনৈক উত্তম দেবের সঙ্গে দেখা করে কোম্পানির গত ১৯ মাসের বকেয়া কিস্তি পরিশোধ করার কথা বলেন। কিন্তু কিস্তির টাকা না দিয়ে উত্তম দেব ও তার অন্য দুই সঙ্গী মহিন্দ্রা কোম্পানির দুই কর্মচারীর ওপর ধারালো ছুরি নিয়ে আচমকা হামলা চালিয়ে বসে। এতে ফিনান্স কোম্পানির কর্মচারী শান্তনু কর এবং পিণ্টু দত্ত কোনও রকম এদের কবল থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে তাদের গাড়ি নিয়ে কাঞ্চনপুর পুলিশ থানায় এসে ঘটনার বর্ণনা করে এফআইআর করেন।

এদিকে ওই তিন হামলাবাজ অন্য একটি গাড়ি নিয়ে ফিনান্স কোম্পানির দুই কর্মচারী শান্তনু কর এবং পিণ্টু দত্তের গাড়ির পিছু ধাওয়া করে। তখন পুলিশ তাদের গাড়ি সমেত আটক করে। পুলিশ তিন দুষ্কৃতীকে আটক করে তাদের গাড়িতে তালাশি চালালে উদ্ধার হয় প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ৮০০টি নেশার ট্যাবলেট ইয়াবা। এছাড়া তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ একটি বড় মাপের ধারালো ছুরিও উদ্ধার করে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তিন দুর্বৃত্তের ব্যবহৃত দামি গাড়িটি। ধৃতদের উত্তম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ১৩৬ ◘ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ইং ◘ ১১ ফাল্গুন ◘ সোমবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বইমেলা- মনন ও প্রাণের মেলা ?

এইবারই প্রথম আগরতলা বইমেলা আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গন হাফানিয়াতে ২৬ ফেব্রুয়ারী শুরু হইবে চলিবে ৮ মার্চ পর্য্যন্ত। এই বইমেলা রাজনীতির সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিতে পারিল না। ক্ষমতার পালা বদল হয় কিন্তু বইমেলার সেই ট্রেডিশান অব্যাহত থাকে। এবারের বইমেলা ৩৮তম বছরে পা রাখিল। বামফ্রন্ট আমলে এই বইমেলার যাত্রা শুরু হয় আগরতলা রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনে। দীর্ঘ দিন রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনেই মানুষের এই মননের মেলা সম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যে পাঁচ বছর কংগ্রেস যুব সমিতি জোট রাজত্বেও বইমেলা সগৌরবে রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গনেই সম্পন্ন হইয়াছে। কিন্তু, সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বইমেলার স্থান পরিবর্তিত হয়। উমাকান্ত ময়দান, শিশু উদ্যানেও বইমেলা করিবার মতো পরিস্থিতি না থাকায় সরকার হাঁফানিযা আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গনেই বইমেলা সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়াছে। এর জন্য রাজ্য সরকার 'ফ্রি বাস' সার্ভিসও চালু রাখিবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। একথা সত্যি যে, শহর আগরতলায় এখন আর মেলা উৎসব করা মুশকিল। তাহাতে যান জট বাড়িয়া যায়। দুর্ভোগ হয় পথচারী ও যান চালকদের। ইহাই আশার কথা যে দিনে দিনেই বইমেলা বড় অঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহা তো আমাদের গর্ব ও প্রেরণার বিষয়। বইমেলা ক্ষুদ্রতর অঙ্গন ছাড়িয়া বৃহত্তর অঙ্গনে যাইতেছে। এই ইতিহাস নিশ্চয়ই আমাদের আশ্বস্ত করিবে।

বইমেলা বৃহত্তর অঙ্গনে সম্পন্ন হইলেও বৃহত্তর মানসিকতার ঘাটতি থাকিয়াই যাইতেছে। সেই সংকীর্ণতার গন্ডী অতিক্রম করিতে পারিল না বইমেলা। বাম আমলে বইমেলাকে পরোক্ষে নিয়ন্ত্রণ করিত মেলারমাঠের বামমার্গীরা। বইমেলা শুরুর দিন হইতে এখন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার কত কোটি টাকার বই কিনিয়াছে? এই বইগুলি কোথায়? এইগুলি উইপোকায় খাইয়াছে না আলমারি বন্দী হইয়া আছে বলা মুশকিল। বই ক্রয়ের তো বিরাম ছিল না। সেখানে ছিল মুখ চিনিয়া মুগের স্কালের মতো। সেই ঐতিহ্য কি আজও চালু আছে? বইমেলার প্রোগ্রাম সাজানোর ব্যাপারে সেই ঐতিহ্য। আর এজন্যই বাম আমলে বইমেলা হইলে সেখানে যেমন প্রাণের টান ছিল না আজও সেই পরিস্থিতির তেমন পরিবর্তন এমন বলিবার সুযোগ নাই। এরাজ্যে যখন লিটল ম্যাগাজিন, মাসিক, ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র পত্রিকার মৃত্যু ঘন্টা বাজিল তখনই ত্রিপুরার সাহিত্যের আকাশে দুর্দিনের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসে। বামফ্রন্ট আমলেই সাহিত্য পত্রিকাগুলি সরকারী অনুকম্পা বঞ্চিত হইয়া অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ে। এক সময় এই সাহিত্যপত্র হইতেই লেখক সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ ঘটিত। এখন সেই পথ তো প্রায় রুদ্ধ। শারদীয় দুর্গাপূজার সময় শারদ সাহিত্যেও সেই প্রাণের টান থাকে না। সেখানে থাকে মা লক্ষ্মীর আরাধনা। এইভাবেই ত্রিপুরার সাহিত্য লেখালেখির জগত সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। আজ বই পিপাসু মানুষের সংখ্যা তো কমিতেছে। বইমেলা বাইপাঠের তাগিদ বাড়াইবার পক্ষে কি কাজ করিতে পারিয়াছে? প্রকৃতপক্ষে বইমেলার সার্থকতা কি? নতুন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন আছে। এত দিন পরও বইমেলার সার্থকতা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। বইমেলায় বইবিক্রির পরিমাণ কি বাড়িয়াছে? প্রকাশক পুস্তক বিক্রেতারা কি বইমেলায় স্টল খুলিতে তেমন উৎসাহ বোধ করেন? বইয়ের বিকল্প এখনও নাই। কিন্তু, পাঠকের সংখ্যা কমিতেছে। আগে যেভাবে বইয়ের উপর চোখ রাখিবার প্রয়োগিতা ছিল আজ তাহা অনুপস্থিত। অতীতে বই ছিল জ্ঞানান্বেষণ, বিনোদন ইতিহাসের আধার। বই না পড়িলে যেন সবকিছুই বৃথা। আর আজ সেই পাঠক নাই। ইহাই আজ সবচাইতে বেশী উদ্বেগ ও শংকার।

বইমেলা প্রকৃতপক্ষে বই পড়ার আন্দোলনকে সফল করিতে পারিল না। বইমেলা অন্য সব মেলা হইতে আলাদা। বইমেলা জ্ঞানান্বেষণের মেলা। কিন্তু, লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে স্রেফ ঘুরাঘুরি ও বিনোদনের তাড়নাতেই অনেকেই বেড়াতে চান বইমেলায়। বইমেলাতে অনেক বিদগ্ধ জনেরা আলোচনা করেন। তাহারা সেই কোটারীর মধ্যেই আবদ্ধ। ফলে, এইসব আলোচনায় সমজদার শ্রোতার অভাব ভীষণ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। দুর্ভাগ্যের এইখানেই যে, বইমেলা সংকীর্ণতার গন্ডি অতিক্রম করিতে পারিল না। বামেরা যেভাবে বইমেলাকে পরোক্ষে দলীয়করণের পথে নিয়া গিয়াছিল আজ, এই নয়া জমানাতেও তাহারই আঁচ মুক্ত এমন বলা যাইবে না। বইমেলা হইয়া উঠুক সকল অংশের মানুষের প্রাণের মেলা। বাম আমলে বিভিন্ন মহকুমাস্তরেও বইমেলা চালু ছিল। সেখানেও রাজনীতির ছায়া গ্রাস করিত। ফলে, বইমেলা আজও সার্বজনীনতা পাইল না। বইমেলা মননের মেলা প্রাণের মেলা হইয়া উঠিতে পারিল না।

অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য কোন্নগরে

হুগলী,২৩ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : রবিবার সকালে কোন্নগরের কানাইপুরে পুকুরে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো।রবিবার সকালে কনাইপুর অটো স্ট্যান্ড এলাকায়এক পুকুরে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ ভাসতে দেখে এলাকার মানুষ।পাশেই রয়েছে বিদশী মদের কাউন্টার।স্থানীয় দের প্রশ্ন পুকুরটি পুরো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রয়েছে তবুও কিভাবে মৃত দেহটি পুকুরে এলো।স্থনীয়রাই খবর দেয় কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়িতে।ঘটনাস্থলে আসে কনাইপুর ফাঁড়ির পুলিশ।পুলিশের প্রাথমিক অনুমান দেহটি বেশ কিছুদিন আগের,তাই পুরো পচে গিয়ে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে।

ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।মৃতদেহটি কার সেটা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। দেহটি অন্য জায়গা থেকে এনে পুকুরে ফেলা হয়েছে বলে দাবি এলাকার বাসিন্দাদের।

হরিপালে অমাবস্যার কালী পুজো

হুগলী,২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হুগলী জেলার যে কটি বড়ো কালী পুজো হয় তার মধ্যে হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামের কামারে কালী পুজো অন্যতম।

দীর্ঘকাল ধরে এই পুজো হয়ে আসছে। এক রাতে প্রায় লাক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। এই পুজো হয় শিবরাত্রির পরের দিন অমাবস্যায়।পুজোর দিন সকালে জল ঢালার জন্য প্রচুর পূর্ণাথীদের ভিড় হয় এবং সারারাত ধরে চলে পুজো।পুজো উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন মাঠে বিভিন্ন দোকান পাঠ বসে। এক দোকানদার জানান এটা মায়ের আশীর্বাদ, অনেক ভক্তরা বলেন মায়ের মহিমা এবং কৃপা আছে অনেক, যে সমস্ত ভক্ত মায়ের কাছে নানা বিষয়ে মানসিক বা মানত করেন তাঁদের অনেকেরই আশা পূর্ণ হয়, এবং পাঠা বলিদান হয়। এই মেলা চলে তিন দিন ধরে। সারা বছরই প্রতি শনিবার হয় এই মায়ের পুজো তবে এই বাৎসরিক পুজো হয় খুব জাঁকজমক সহকারে।নিরাপত্তা কারনে প্রচুর সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে এরই পাশাপাশি রেলওয়ে পুলিশও নজরদারি চালায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর এই মায়ের মূর্তি বংশানুক্রমে হয়ে আসছে। গ্রামের মানুষেরাই মায়ের মূর্তি তৈরি করে। কথিত রয়েছে ভক্তিভরে জাগ্রত এই মায়ের পুজো করলে সবার মনোস্কামনা পূরণ করে এই কালী মা।

ছুটির বেলায় রাজপথ পরিদর্শনে মেয়র

কলকাতা, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):রবিবার ছুটির দিনে সকাল সকাল শহরের রাস্তায় সারপ্রাইজ ভিজিটে বেরোলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ টালিগঞ্জ থেকে দেশপ্রিয় পার্ক থেকে চেতলা মেয়র পারিষদ জঞ্জাল দেবব্রত মজুমদারকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় যান মেয়র। পরিদর্শনে বেরিয়ে টালিগঞ্জ থানার সামনে ভাঙা বাস পড়ে থাকতে দেখে ক্ষুব্ধ হন মেয়র ঊ মেয়রের নির্দেশে মুহুর্তের মধ্যে ক্রেনের সাহায্যে বাসটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ঊ টালিগঞ্জ থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড ধরে চারু মার্কেট তারপর আনোয়ার শা রোড, রবীন্দ্র সরোবর ঘুরে দেশপ্রিয় পার্ক হয়ে ফের চেতলা যান মেয়র ঊ কোথাও জঞ্জাল পরে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন মেয়ব।

ত্রিপুরার রাজনীতির আকালে ঝড়ের পূর্বাভাস

হরিগোপাল দেবনাথ

অতি সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতজী, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরাম থাঙ্গা, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, "তিপ্রা" নামের সংস্থার প্রতিভূ প্রদ্যোৎ কিশোর দেবর্মণ প্রমুখদের পৌরহিত্যে কয়েক দশক আগে মিজোরাম থেকে বিতাড়িত প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার রিয়াংশরণার্থীদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থাপত্র পাকা করে তবে উক্ত বিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটল। এতে মিজোরামবাসী যারপরনাই আনন্দে উৎসবের ছন্দে মেতে উঠেছেন মিডিয়া মাধ্যমে জানা গেল। এদিকে ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও অমিতজীর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবজীর ও খুবই প্রশংসার বহর বাড়ার খবরাদি প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

এতকাল ধরে রিয়াংশরণার্থীদের জীবনযাত্রা ও ভবিষ্যিৎ নিয়ে ঝুলন্ত পরিস্থিতিটা যাদের যাদের উদ্বেগের কারণ হিসেবে দাঁড়িয়েছিল তারা যে সমস্যা নিরসনের খবর পেয়ে আনন্দিত হবেন তাতো খুবই স্বাভাবিক, আশাপ্রদ ও বাঞ্ছনীয় তো বটেই। এছাড়া যারা স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্যার সঙ্গে কোনভাবেই যুক্তনন, তাদের কাছেও সমস্যা নিরসনের সংবাদটুকু অতি অবশ্যই আনন্দদায়ক হয়ে উঠেছে আমারও ধারণা, কেননা এর ফলে আন্তত বিতাড়িত শরণার্থীদের দুঃখ ভোগের অন্ত হবে, উদ্বেগের নাশ হবে। আমার যুক্তিতে খুশী হবার আরেকটি বড় কারণও রয়েছে ও আমার মতে কারণটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমার যুক্তিতে রিয়াংরা শুদু রিয়াংই নন, তারাও মানুষ। আবার তাদের সভ্য সমাজ ট্রাইব্যাল, উপজাতি বা জনজাতি যে কোন নামই দিক না কেন, মূলতঃ তো তারা মানব প্রজাতিভুক্ত অর্থাৎ মানুষ। সুতরাং এত কাল ধরে যারা মানুষের সমাজে মানুষ হয়েও মানুষের মর্যাদা প্রাপ্তি তেকে বঞ্চিত রয়েছিলেন ও এখন সেই দুর্দশা থেকে অদূর ভবিষ্যত মুক্তি পেতে এহেন একটি সুসংবাদ ও ভুক্তভোগীদের কাছে অন্তত লোভনীয়, আমি কোন মতেই ঠুনকো যুক্তি বলে ভাবতে পারিছি না। তবে, এ মুহূর্তে আমি এটাও ভাবতে পারছিনা, সেই শরণার্থী রিয়াং ভাই-বোনেরা প্রতিটি শিশু, বৃদ্ধ, যুব, যুবতী, নর, নারী—কে কেমন মানসিকতা নিয়ে চলেছেন। কারণ জন্ম মাটির প্রতি, নিজস্ব ভূমির প্রতি, পিতৃ পুরুষের ভিটে মাটি সহ পরিবেশ প্রতিবেশীদের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই তাতে বাধ্যতামূলক ভাবে কোন ছেদ পড়লে তাতে দুঃখের মাত্রাকে বিয়োগের পর্যায়ে ফেলাটা সবার ক্ষেত্রে শান্তিদায়ক নাও হতে পারে। আমি ছোট বয়েস থেকেই আমার পিতৃ পুরুষর বাসভূমি ও আমার জন্মমাটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলুম বলেই আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা উপলব্ধির কথা বলছি। হয়তো বা কারো কারোর ক্ষেত্রে আবার ব্যতিক্রম যে হবে না তাও নয়। আবার আরও একটা যুক্তির কথাও চিন্তার তালিকায় স্থান দিতে পারি। সেটি হচ্ছে, উক্ত শরণার্থী রিয়াং ভাই-বোনেরা যারা প্রায় তিনদশকের কছাকাছি সময় ধরে আমাদের উত্তর ত্রিপুরার যে সব জায়গায় ক্যাম্পে বসবাস করছিলেন তারা সকলেই ও এছাড়া উক্ত সময়ের ভেতরে এই মাটিতে যাদের জন্ম হয়েছে ও জন্মের পর থেকে এ যাবৎ বড় হয়ে উঠেছে তাদের কাছে তো ত্রিপুরাকেই শ্রেষ্ঠ মনে হওয়া স্বাভাবিক ও তার খুশিই হবে বলে আশা করতে পারি।

শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দেখা গেল ও বোঝাও গেল কে কেন্দ্রে বর্তমান বিজেপি সরকার অত্যন্ত দরাজাদিল, যেমনটা ১৯৪৭ সালে ভারত -বিভাজনের পর ঠিক ওই সময়ের কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার তথা নেহরুজীর সরকার পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল ও একই সময়ে পূর্ব বাঙলার বাঙালী উদ্বাস্তুদের প্রতি ঠিক তার বিপরীত মানসিকতার ছাপ রেখে গেছে। যাক সে কথা। বর্তমানে মোদি শাহের সরকার রিয়াং পুনর্বাসনে ৬০০ কোটি টাকার প্যাকেজ অনুদান ঘোষণা করেছেন। প্রতিটি পরিবার পিছু চার লক্ষ টাকা করে ফিক্সড ডিপোজিট, পরিবার পিছু ২ বছরের জন্যে মাসে ৫০০টা নগদ সাহায্য ,২ বছর জন্যে ফ্রি রেশনদা, প্রতি পরিবারকে দেড়গণ্ডা জমি ও সেই স্থলে দেড় লাখ টাকা দিয়ে ঘর বানিয়ে দেওয়া। সত্যি, আমি এত টুকু উদারতা, সহানুভূতি ও মানবতাবোধের পরিচয় পেয়ে শুধু মুগ্ধ নই, অভিভূতও। কিন্তু পাশাপাশি অন্য একটা দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টির ওপর একটু আলোকপাত ঘটাতে চাইছি। যদি ধরেই নিই যে মানবতাবাদের সমর্থক হিসেবে ও অন্যমানবতীবাদী দৃষ্টি কোণ থেকেই আমাদের রাজ্য রকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই বিয়াংশরণার্থীদের পুর্বাসনের ব্যবস্থা ত্রিপুরায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাহলেও প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, (১) রাজ্য ও কেন্দ্রে উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু যথাক্রমে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার ও বিজেপি সরকার রয়েছে সেজন্যে উভয়কেই "একচোখানীতি" প্রয়োগের দোষে দায়ী করা হবে না কেন? কারণ বিগত ১৯৮০ সালের সংঘটিত হয়েছিল ও সে সময় থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উগ্রপন্থী ঘাতক, গৃহদাহকারী, কুটেরা হামাদরের ভয়ে অসংখ্য বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দ ও নাগরিকগণ তাদের বাস্তুভিটে,জমিজমা, পুকুর বাগান, ব্যবসা ওর দোকনপাট ছেড়ে বাস্তুহারা হয়েছিলেন। বিগত বাম আমলের প্রায় পুরোটাই এভাবে বাঙালীরা বাস্তু হারিয়ে কচুরিপানার মত রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর মাঝে মধ্যে সরকার কর্তৃপক্ষের কাছে আকুতি জানাতে আসেন যাতে তাদের স্বভূমিতে বসবাসের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু এতে সরকারের কি বিগত বাম সরকার কি বর্তমানে বিজেপি জোট সরকার সেক্ষেত্রে বধির ও অন্ধ সাজার ভূমিকা নিয়ে প্রস্তরবৎ নিষ্ক্রিয় রয়েছেন। সেই দিন ১০ জানুয়ারিতেও রাজ্যের কতিপয় স্থানগুলোতে যেখানে জনজাতিভুক্ত জংলীপনা ও হামলাদিপনার কারণে হাজার হাজার বাঙালীরা আত্মরক্ষার্থে নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়েছেন, যাদের দোকাপাট লুট হয়েছে ও ভাঙচুর হয়েছে, শতাধিক কানি জমির রবিফস্যাল যা চাষীদের বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল নষ্ট করা হয়েছে, তাদের বেলায়ও সেই দরদী সরকারের বধির ও অন্ধ সেজে থাকা আর পাথর মূর্তি থাকা হল কেন? মানবতা দেখানো না হোক, নেহাৎ লোভ দেখানো নজিরও আমরা দেখতে পেলুম না কেন? এতেও কি বর্তমান সরকারের "একচোখানীতি" তথা বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রশ্ন আশা অমূলক হবে? কী বলবেন রাজ্যের সচেতন নাগরিকবৃন্দ। সহৃদয় পাঠাকবর্গ কিংবা রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহল? কী বলবেন শাসক গোষ্ঠীর ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থকগণ? মানবতা ও কি বাছাই করে? আপন- পর বিবেচনার মাধ্যমে বা গণ্ডী মেপেই দেখতে হয়? কী শেখাবো আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে?

আবার যদি এত মেনে নিতে হয় যে, মানব সম্প্রদায়ের দুঃস্থ আর্ত ও বিপন্ন লোকদের প্রতিশাসক গোষ্ঠীর অতি স্বাভাবিক দরদ দেখাবার ও দরদেখাতে গিয়ে পক্ষপাতিত্ব করার ও কোন ব্যাপার ছিল না। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, অতি নিকটে রাজ্যে "এডিসি"-র নির্বাচন মূল কারণ? কেননা, দীর্ঘকাল যাবৎই দেখে আসছি যে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রেও এই যুক্তি প্রযোজ্য যে, নির্বাচন ও তাতে ভোট পাওয়ার টার্গেটটাই আমাদের জনসাধারণের ভাগ্যে যা বা যতটুকুই সরকারী অনুদান রাজ্যভক্তির প্রসাদ স্বরূপ পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা সফলতা নিয়ে আসে নির্বাচনকে সামনে রেখে। কয়েকদিন মাত্র পূর্বেকার কথা। ত্রিপুরার সর্বত্র শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিগত অনেকদিন ধরেই রাস্তাগুলো যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। গত ২০১৮-র নির্বাচনে স্বৈরাচারী বাম শাসকরা ক্ষমতায় ফিরে আসবেন কিনা সেই আশংকাতেই হয়তো রাস্তাঘাট মেরামত করান নি। এখন তো প্রায় দু'বছর হতে চলল—বামের স্থলে রাম বা রাজ্যে অভিষিক্ত। কিন্তু রাস্তাঘাটের অবস্থা তথৈবচ। তাই মুখে মুখে বার্তালাপ শুনতে পায়ই---রাস্তা? আগামী ২০২৩-এর আগে কি আর ভাল হবে? ২০২৩-র বিধানসভা আসতে দিন। তাই বলছিলুম সেই "এডিসি নির্বাচন"—কেই সামনে রেখে পূর্বোক্ত রিয়াংশরণার্থীদের হিল্লে করা হল কিনা? ।

তবে বাতাসে কান পাতলে কিন্তু অন্য রব কানে রাজে। দিন কতক আগেও রাজ্যের রাজনীতির আকাশটা ঘনকালো মেঘে ছেয়ে গেছল। চারদিকে একটা গুমোট ভাব---অনেকটা চৈত্র মাসের কালবৈশাখী শুরু হবার আগে যে গুমোটভাবটা ও আকাশের ভয়াল রূদপটা চোখে পড়ে অনেকটা সেরকম। অনেকে বলে থাকেন, ঈশাণ কোণের মেঘের ঘনঘটা ঝড়ের অসনিসংকেত। তাই মনে হচ্ছে, রাজ্যের পরিস্থিতি সুবিধের দিকে নয়।

জনমানসে প্রশ্ন উঠেছে—ত্রিপুরায় চাষাবাদ যোগ্য বেশিরভাগ জমিই পূর্বতন পূর্ববাংলা তথা বর্তমানের বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা হাতে নিয়ে নিয়েছে। তদুপরি, এ রাজ্যের আরক্ষা বিভাগের কর্মচারীকুল,গোয়েন্দা বিভাগ, গৃহরক্ষী বিভাগ, আধাসামরিক ইত্যাদি সকলের চোখে ধূলো দিয়েও রজ্যপ্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা নাকি এসে মাটি কেড়ে নিয়েছে। তাই, এজন্যে রাজ্যে এন আর সি চাপাতে হবে, 'ক্যা' দিয়ে কল্পিত সেই বহিরাগতদের জোর ধাক্কা লাগাতে হবে। আর এর জন্যে যে জলঘোলা ইতিমধ্যে হয়েই গেছে সেজন্যে জলটাকে থিতোবার জন্যে কাজেলাগাতে হবে এন পি আর। এছাড়া "বিদেশি" "বহিরাগত" ও "অনুপ্রবেশকারী" -দের রাজ্য থেকে তাড়ানোর জন্যে কেই দাবি তুলছে ভিত্তি বছর ধরা হোক ১৯৪৮ সাল, একই বলছে ১৯৫১ সাল আবার কারোর মতে ১৯৭১ সাল। অর্থাৎ মোদ্দা কথাটা হল, উক্ত দাবিদারদের মতে ভারতের সংবিধান "কলাপাতা" মাত্র ও তাতে যে " নাগরিকত্ব লাভের আইন কানুন" রয়েছে সেগুলোও খাবার পাতের উচ্ছিষ্ট মাত্র। আর ওই দাবিদারগণ রাজ্য রাজনীতির অঙ্গনে তাদের মতানুসারে কেউ হিটলার কেউ মুসোলিনী, কেউ চোঙ্গিসখান, কেউ দুর্যোধন বা দুঃশাসন, কেউ আবার ইয়াহিয়া খান। তো তাই যদি হয়, তথাকথিত "বাঙালী বিদেশীদের" তাড়াতে হবে, রাজ্যে নাকি লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে যাতে এখানে জনজাতিদের অইডেনটিটির অর্থাৎ সংখ্যাল্প সংখ্যাধিক্যের সমস্যার উদ্ভভ হতে পারে। এক্ষেত্রে যারা রাজ্যের "এডিসি" এলাকা নিয়ে আলাদা কোন "ল্যান্ড" বানাবার ফিকির খুঁজছেন কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে—তারা কি প্রকারান্তরে সেই লংক্যেই তাস ফেলতে চাইছেন ? তাও কিন্তু সমূহ বিপদই ডেকে আনতে পারে।

তাই বলব, রাজ্যে প্রবহমান বাতাসে কান পাতলে বিপদের অসনিসংকেত শোনা যাচ্ছে। প্রশ্বাস টানলে বারুদের গন্ধ নাকে আসছে। আকাশে তাকালে ঘনকৃষ্ণমেঘের ভয়াল রূপ মনে ত্রাস জাগাচ্ছে। সব বিছু মিলেই পরিস্থিতিটা ভাল ঠেকছে না।

অন্তর্বাস খুলিয়ে ঋতুস্রাবের পরীক্ষা

দীপক সাহা

ঋতুস্রাবের নিয়মকানুন মানছে না ছাত্রীরা। ধর্মীয় ভাবাবেগেও আঘাত হান হচ্ছে। ওই অবস্থাতেই মন্দির থেকে শুরু করে হস্টেল ওয়ার্ডেনের এই অভিযোগের ভিত্তিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতার নজির তৈরি করল গুজরাতের বুজের এক কলেজ। ঋতুস্রাব হয়েছে কিনা প্রমাণ পেতে ওই কলেজের ৬৮ ছাত্রীকে কলেজের বাথরুমে অন্তর্বাস খুলতে বাধ্য করা হল কলেজের মধ্যে। ন্যক্কারজনক এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অদ্ভুতভাবে এই গুজরাতের কলেজেই নারী ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন, বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। গুজরাতেরভুজ শহরের শ্রী সহজানন্দ গার্লস ইনস্টিটিউটের বিরুদ্ধে এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনা সামনে আসতেই নিন্দায় সরব হয়েছে নাগরিক সমাজ।

জানা যাচ্ছে, হস্টেলের বাইরে একটি বাগানে একটি ভিজে স্যানিটারি প্যাড পাওয়ার পর থেকেই এই ঘটনায় সুত্রপাত।হস্টেলের বাথরুমের জানালা দিয়ে মেয়েদের মধ্যেই কেউ তা বাইরে ফেলে দিয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এরপর কে এই কাজ করেছে তা জানার চেষ্টা করেছিল কলেজ কর্তৃপক্ষ। হস্টেলের রেক্টর কলেজের অধ্যক্ষ রীতা রানিগার কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেন। অধ্যক্ষ এরপর সব মেয়েদের ডেকে পাঠান কমনকুমে খানিক ভাষণ দেওয়ার পর তিনি ছাত্রদের অন্তর্বাস খুলতে বলেন। ২ জন ছাত্রী তা করেও। এরপর কয়েকজন মহিলা শিক্ষক ছাত্রীদের ওয়াশরুমে নিয়ে গিয়ে অন্তর্বাস খুলতে বাধ্য করান।

ছাত্রীদের অভিযোগ, ঋতুমতী ছাত্রীদের জন্য কলেজে হস্টেলে আলাদা নিয়ম রয়েছে। কোনও ছাত্রীর মাসিক ঋতুস্রাব হলেতাকে হস্টেলের ঘরে শুতে দেওয়া হয় না। বদলে তাকে বেসমেন্টে শুতে হয়। তাছাড়া তাকে সবার সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয়, তাদের আলাদা বাসনপত্রসহ অন্য জিনিস রাখতে হবে, পিরিয়ড শেষ হওয়ার পরে সেগুলি পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া ঋতুমতী মেয়েদের সেই সময় ক্লাসরুমের লাস্ট বেঞ্চে বসতে দেওয়া হয়। গুজরাত কলেজের ঘটনা অনভিপ্রেত হলেও কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ঘনটাটি সারা দেশেজুড়ে মেয়েদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা অবদমনেরই একটি কুৎসিত রূপ। মনুসিংহিতায় বলা আছে, নারী হল নরকের দ্বার। মনুর ভাবশিষ্যরা এখনও সমাজে তাদের তীক্ষ্ণ নখদাঁত বের করে নানা রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গুজরাত কলেজের এই চরম নিন্দনীয় ঘটনা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারেরই প্রতিচ্ছবি।

আধুনিক যুগেও আমাদেরদেশে ঋতুমতী মেয়েদের পুজো অর্চনা ও নানা মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম থেকে বিরত রাখা হয় শুধুমাত্র ধর্মীয় গোঁড়ামির ভিত্তিতে। এমনকী নির্দিষ্ট কয়েকদিন অনেক খাবার নিষিদ্ধ থাকে। একবিংশ শতাব্দীতে ঋতুমতী নারীর প্রতি ধর্মের এই রক্তচক্ষু শুধু হাস্যকরই নয়, চূড়ান্ত কুংস্কারের আচ্ছাদিত। মনুর নিদানের বাইরে বেরিয়ে এসে আর কবে আমরা আধুনিক হব।

মজার তথা সমাজে অদিকঅংশ লোকাচারই নারীকেন্দ্রিক। আর সব লোকচারই উর্বরতা বা উৎপাদনশীলতার কামনায়। প্রাগৈহিহাসিক সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ভিত্তি ছিল কৃষি। রজস্রাব শুরু হলেই নারীর নারীত্বের পূর্ণবিকাসেৰ পথ উন্মুক্ত হয়। রজবতী নারী আর শস্যবতী বসুধা দুই-ই সমান। সেই সুপ্রাচীনকালে, পরিবার বা গোষ্ঠীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর শস্যাদি উৎপাদ, দুই ই ছিল জীবন সংগ্রামের অন্যতম সিঁড়ি। গোষ্ঠীবন্ধ স্থায়ী জীবনে কৃষির জন্য, বাঁচার জন্য নারীই তখন ভরসা, কৃষিকাজের স্রষ্ট। আর নারীর অন্তর্নিহিত প্রাণদাযী শক্তিই রজস্রাব।

ঋতুস্রাব নারীদেহের একটি অতি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া হলেও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকে এটিকে ট্যাবু হিসাবে গণ্য করে নিষিদ্ধ রেখেছে। ছাত্রীদের প্রাকৃতিক ঋতুস্রাবকে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ধর্মের নামে মাধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন। খুব দুর্ভগ্যের বিষয় আধুনিক কলেজও নারীকে করে রেখেছে অবহেলিত, অবগুণ্ঠিত। ধর্মের নামে, শুদ্ধিকরণের নামে পঞ্চগব্য অর্থাৎ গোমূত্র, গোবর, দু, দুই, ঘি এই পাঁচটি উপাদন একসঙ্গে মিশিয়ে তাঁরা অন্যায়াসে খেতে পারেন। কিন্তু রজঃস্বলা নারীকে অপবিত্র ও অশুচি বানিয়ে অস্পৃশ্য করে রাখে এই ধর্মাচার। একদিকে যখন মহিলারা শরবীমালা সহ নানা ইস্যুতে ঋতুস্রাব নিয়ে সমাজে চলে আসা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেখানে গুজরাতের ওই কলেজের ঘটনা নিঃসন্দেহে তাদের লড়াইকে অন্য মোড় দেবে। আমরা যে এখনও কতটা পিছিয়ে তা এই ঘটনা আবারও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। নিজেদের আধুনিক ভাবার মানসিকতাকে ধাক্কা দিতে বাধ্য এই ঘটনা। একজন পড়ুয়াকে আধুনিক, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদানই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য। সেখানে এই কলেজ ঠিক উল্টোটাই করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার বদলে মধ্যযুগীয় উন্মাদনাকে উস্কে দিয়েছে।

পৃথিবীতে প্রচলিত প্রায় সব ধর্মই মানুষের অন্ধবিশ্বাস, দুর্বলতার, আজনার প্রতি বয়, দারিদ্র্যতা, অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষার উপর ভর করে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে। প্রায় সব ধর্মই পাল্লা দিয়ে নারীবিদ্বেষী, কঠিন পুরুষতান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে মেয়েরা শুধু ভোগপণ্য ও সন্তান উৎপাদনের আধার নারী, কখনই মানুষ হিসাবে বিবেচিত হন না। আর এখন তো দেশব্যাপী নারী শোষণ ও নির্যাতনের হোলি খেলা চলছে।

আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের ন্যক্কারজনক কুসংস্কারচ্ছন্ন ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন সমাজের নানা স্তরের মানুষ। তাদের অশঙ্কা, ধর্মান্ধতার চাদর গায়ে দিয়ে দেশ কোন দিকে যাচ্ছে। যাঁরা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । না হলে এই ধরনের অতি অমানবিক জুলুম চলতেই থাকবে। সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে একসঙ্গে ধর্মের আড়ালে এই ধরনের বেয়াদবির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ময়দানে নামতে হবে। শুধু নারী নয়, পুরুষদের ঝাড়ু হাতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের এই সমস্ত নোংরা জঞ্জালকে সাফ করার জন্য। রাষ্ট্র ও সমাজের হর্তাকার্তারা ধর্মের কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে নিজেদের প্রকৃত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করা পর্যন্ত এই বর্বরোচিত ঘটনার লম্বা লাইনে ছেদ পড়বে না। (সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

রবিবার নব নির্মিত বিমানবন্দরটি পরিদর্শন করেন সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তানের দোসররা: শেখ হাসিনা

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দেশ গঠনে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু পাকিস্তানের দোসররা ৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলো। তারা ভাষা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে তাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না। শনিবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপন উপলে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

শেখ হাসিনা বলেন,৭৫-এর পর ২১টি বছর জাতির পিতার নাম মুছে ফেলা হয়েছিল। আমরা মতায় আসার পর তা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত মতায় এসে আবারও মুছে ফেরার চেষ্টা করে।

কিন্তু পারেনি। সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আওয়ামী লীগ মতায় থাকা অবস্থায় পালন করতে পারছি। তিনি বলেন, বাংলাকে কেউ এখন দারিদ্র্য, দুর্যোগপূর্ণ ও ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত দেশ বলতে পারবে না। বাংলাদেশের একটি মানুষও যেন গৃহহারা না থাকে। যারা গৃহহীন তাদের আমরা ঘর করে দেবো। প্রত্যেক মানুষের একটা ঠিকানা হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আমরা প্রযুক্তিকেও এগিয়ে নিতে চাই। প্রযুক্তির জ্ঞান ব্যবহার করে আমরা সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। ভাষা শহীদ ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেবো না।

হলদিয়ায় দুই মহিলার জ্বলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার দুই

হলদিয়ায়, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : হলদিয়ায় দুই মহিলার জ্বলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার দুই ঊ রবিবার ধৃতদের হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রবিবার সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখার্জী সাংবাদিক সম্মেলনে এক রোমহর্ষক তথ্য জানিয়েছেন, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি হলদিয়ার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিকুড়খালি এলাকায় দুই মানুষকে আগুনে দাউদাউ করে পুড়তে দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠেছিল এলাকার বাসিন্দারা।জল ছিটিয়ে নেভানোর পর দুটি দেহাংশ, পেষাকের কিছু অংশ এবং মাথার চুলের বেঁচে যাওয়া টুকরো দেখে পুলিশ অনুমান করেছিল হতভাগ্য দুজনেই মহিলা। তাঁদের পরিচয় উদ্ধারে মরিয়া হয়ে ঝাঁপায় দুর্গাচক থানার পুলিশ।

পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি স্যোশাল মিডিয়াতেও দুই মৃত মহিলার পোষাক ও চুলের বর্ননা দিয়ে পরিচয় সন্ধানের উদ্যোগ নেওয়া হয় জেলা পুলিশের তরফ থেকে। আর এতেই সম্ভবত কেল্লাফতে হয়ে যায়। মাত্র কয়েকদিনের চেষ্টাতেই এক্কেবারে অন্ধকারে থাকা ঘটনার পর্দাফাঁস করতে সচেষ্ট হল পুলিশ। ১৮ তারিখ বিকেলে ঘটনার প্রায় ৪৮ ঘন্টার ও বেশি সময় পর ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যায় দুই সদস্যের ফরেনসিক দল।

এরপরেই বিভিন্ন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে এই দুই মহিলা হলেন নিউ বারাকপুরের বাসিন্দা রিয়া দে (২২) ও তাঁর মা রমা দে (৪০)। হলদিয়ার ঠিকাদার শেখ সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল রিয়ার। সাদ্দামই পরিকল্পনা করে মা ও মেয়েকে ডেকে এনেছিল হলদিয়ায়।

তদন্তে নেমে পুলিশ সাদ্দাম ও তাঁর এক সঙ্গী শেখ মনজুরকে গ্রেফতার করেছে। রবিবার ধৃতদের হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখার্জী সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলেন, ওই দুষ্কৃতীরা মা ও মেয়েকে জ্যান্ত পুড়িয়ে দিয়েছিল। অন্তত ময়না তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে তেমনটা জানা গেছে।

তবে মা ও মেয়ে নিউ বারাকপুর থেকে কবে কি কারনে হলদিয়ায় এলেন তা এখনও পরিষ্কার নয়। জ্যান্ত অবস্থায় ঝিকুড়খালী নিয়ে গিয়ে পোড়ানোর আগে আচ্ছন্ন করেছিল কিনা, নাকি তাঁদের মুখ বেঁধে গায়ে আগুন দিল তাও এখন পরিস্কার নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সফরের আগে টুইটারে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের বার্তা ট্রাম্পের এবার ”বাহুবলী”

ওয়াশিংটন, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারত সফরের আগে টুইটারে ফের ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের বার্তা দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ শুভ মঙ্গল জাদা সাবধান”-এর পর এবার বাহুবলী ছবিকে কেন্দ্র করে তৈরী একটি ভিডিও শেয়ার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ রবিবার নিজের টুইটারে ভিডিও শেয়ার করে ট্রাম্প লেখেন “ভারতে আমার খুব ভাল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে রয়েছি।

সোমবার ভারত সফরে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর রবিবার সেই উপলক্ষ্যে ভারত-মার্কিন বন্ধুত্বের এক বার্তা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ভারতের বিখ্যাত ছবি বাহুবলীর কিছু দৃশ্য টুইট করলেন ট্রাম্প। সেখানে প্রভাস অর্থাৎ বাহুবলীর ভূমিকায় দেখা গেল ট্রাম্পকে। অন্যদিকে রম্যা কৃষ্ণণ অর্থাৎ শিবগামী দেবীর ভূমিকায় দেখা গেল ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে। এই ভিডিওতে দেখা মিলল ইভাঙ্কা ট্রাম্প, ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও।

বাহুবলী ছবির বিভিন্ন দৃশ্যকে নিয়ে এই ভিডিওটি বানিয়েছেন অন্য কোনও এক টুইটার ইউজার। সেই ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। দেখা যাচ্ছে, কখনও শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করছেন তিনি। কখনও আবার শিবগামী দেবীকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চালাচ্ছেন। কখনও তাঁর কোলে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছেন। কিছু দৃশ্যে ইভাঙ্কা ট্রাম্প ও ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রকেও দেখা গিয়েছে। একটি দৃশ্যে কিছুক্ষণের জন্য নরেন্দ্র মোদীকেও দেখা গিয়েছে। এই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, “ভারতে আমার খুব ভাল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে মুখিয়ে রয়েছি।”

এর আগে শুক্রবার আয়ুষ্মান খুরানার ছবি ‘শুভ মঙ্গল জাদা সাবধান’-এর ট্রেলর পোস্ট করেও টুইট করেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। লিখেছিলেন, “দারুণ।”

ট্রাম্পের আগমনের আগে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা মুড়ে ফেলা হয়েছে আহমেদাবাদ

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সফরকে ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে গুজরাটের আহমেদাবাদে। সমস্ত করমের ড্রোন ওড়ানোর উপর জারি করা হল নিষেধাজ্ঞা।

রবিবার আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার আশিস ভাটিয়া জানিয়েছেন, অ্যান্টি ড্রোন সিস্টেম কার্যকর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে ডিআরডিও-কে। জনগণকে ড্রোন ওড়ানো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। গোটা শহর জুড়ে পুলিশের ৩৩ ডেপুটি কমিশনার, ৭৫ অ্যাসিস্টেন্ট কমিশনার, ৩০০ ইনস্পেক্টর, ১০০০ সাব-ইনস্পেক্টর মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়াও ১২০০০ জওয়ান এবং ২০০০ মহিলা পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবে। সবরমতী আশ্রমের দিকে যান নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য কয়েক জন আটক করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টা ৩০মিনিট নাগাদ আহমেদাবাদ অবতরণ করবে ট্রাম্পের বিমান। বিমানবন্দরের মধ্যেই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। বেলা ১২টা নাগাদ মতোরা স্টেডিয়ামের উদ্দেশ্যে রোড শো শুরু করবেন তিনি। মোতেরা যাওয়ার মাঝে সবরমতীতে দাঁড়াবে ট্রাম্পের কনভয়। ৩টে নাগাদ মোতেরায় নমস্তে ট্রাম্পের অনুষ্ঠান শেষ হলে। ৩টে৩০ মিনিট নাগাদ তাজ মহল দেখতে যাবেন তিনি।

আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রোডশোয়ে পর দুই নেতা পৌঁছবেন মোতেরা স্টেডিয়ামে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে স্বাগত জানানো হবে। এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন দেড় লাখ মানুষ। ওই অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কৈলাশ খের। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আপ্যায়নের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ মিষ্টি। সোনা-রুপোর বাসনে রাখা থাকবে সেই মিষ্টি। যার নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাম্প কালেকশন। মোতেরা স্টেডিয়ামে ২৫ শয্যার অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছে।

সমাজবিরোধীদের দমন করার দাবিতে বরপেটায় বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাসের বাড়ির সামনে ধরনা

বরপেটা রোড (অসম), ২৩ ফেব্রয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর বিরুদ্ধে নয়, এবার সমাজবিরোধীদের দাপাদাপির হাত থেকে পরিত্রাণের দাবিতে শতাধিক নারী-পুরুষ বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতির বাড়ির সামনে ধরনা দিয়েছেন।শনিবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ নিম্ন অসমের বরপেটা রোডে বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি তথা বরপেটা জেলার অন্তর্গত সরভোগের বিধায়ক রঞ্জিতকুমার দাসের বাড়ির সামনে শ শ নারী-পুরুষের জমায়েত। আচমকা এত মনুষের জটলা দেখে পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীরা অবস্থান নেয়। পরে জানা যায়, বরপেটা রোডের নিকটবর্তী আঠিয়াবাড়ি গ্রামের মানুষ তাঁদের গ্রামকে কতিপয় সমাজবিরোধীর হাত থেকে রক্ষা করতে বিধায়ক তথা বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতির হস্তক্ষেপ দাবি করতে এখানে এসেছেন।জমায়েত জনতা বলেছেন, গ্রামে কতিপয় দুষ্কৃতীর দাপাদাপি বেড়েছে। এদের দাপটে গ্রামের যুবতী-কিশোরী ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না। তাঁরা আরও বলেন, আঠিয়াবাড়ি গ্রামের বরুণ নামের পরিবারের হেবা, বিশ্বজিৎ প্রমুখ কয়েকজন সমাজবিরোধী যেখানে-সেখানে আড্ডার আসর পেতে গ্রামে সন্ত্রাসরাজ কায়েম করেছে। এই সব সমাজবিরোধীরা গ্রামের কিশোরী, যুবতী, মায় বিবাহিতা মহিলাদের দেখলেই নানা ধরনের অশ্লীল ইঙ্গিত, কুরুচিকর মন্তব্য করে উত্ত্যক্ত করে। বিভিন্ন জনকে ভীতি প্রদর্শন করে টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও সংগঠিত করেছে এরা।এদের বিরুদ্ধে পুলিশকে নালিশ জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই তারা পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে খোদ শাসক দলীয় বিধায়ক তথা দলীয় প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিত দাসের হস্তক্ষেপ চেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে ধরনা দেওয়ার পথ নিয়েছেন। তবে প্রায় এক ঘণ্টা পর প্রশাসনের কর্তাদের আশ্বাস পেয়ে গ্রামের মানুষ যার যার বাড়ি চলে যান। এদিকে ঘটনার সময় বরপেটায় তাঁর বাড়িতে ছিলেন না বিধায়ক তথা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত দাস। বর্তমানে তিনি দলীয় কাজে উজান অসমে অবস্থান করছেন। গত রাতের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনে সৃষ্টি হয়েছে নজরকাড়া তোড়জোড়।

সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি কমেছে বাংলাদেশে

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্সে (বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের সূচক) ছয় ধাপ পিছিয়ে ৩১ নম্বরে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। এ সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫-এ। ২০১৯ সালের সূচকে ৬ ধাপ পেছানোর অর্থ, দেশে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি আরও কমেছে।

শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসকাবে আয়োজিত এক সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে এ তথ্য তুলে ধরেন ডিএমপির কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম।

বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে ‘উগ্রবাদ রোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা’ শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে সেন্টার ফর সোশ্যাল অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিসার্ফ)।সিটিটিসি প্রধান মনিরুল বলেন, গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্সে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকি থেকে ছয় ধাপ কমে বাংলাদেশ ৩১ নম্বরে এসেছে। বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় যে সফলতার পরিচয় দিচ্ছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনীগুলো যে সমতা দেখিয়েছে সেটি বিশ্ব দরবারে প্রচারে জোরালো ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের মিডিয়া।ভবিষ্যতে উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় মিডিয়াকে এ সংক্রান্ত সংবাদ সতর্কতার সাথে পরিবেশনেরও আহ্বান জানান তিনি।

মনিরুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশে সহিংস উগ্রবাদ দমনে সুনির্দিষ্ট জাতীয় কোনো স্ট্র্যাটেজি নেই। এটা করতে সময় লাগে। তবে আমরা কাউন্টার ভায়োলেন্স এক্সট্রিমিজম (সিভিই) করতে যাচ্ছি। দুইভাবে আমরা কাজটা করছি। প্রথমত জেনারেল অ্যাপ্রোচ এবং দ্বিতীয়ত ভালনারেবল অ্যাপ্রোচ। সেজন্য আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে কথা বলছি।উগ্রবাদে জড়ানোর প্রবণতার বিষয়ে সিটিটিসি প্রধান বলেন, ১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী ছেলেরা সবচেয়ে বেশি উগ্রবাদে জড়াচ্ছে। এসব ভালনারেবল গ্রুপকে মোটিভেট করতে তরুণ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করছি। একইসঙ্গে আলেম-ওলামাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলোচনা করছি।তিনি বলেন, দেশের বাইরের লোক মনে করে বাংলাদেশের রাস্তায় বের হলে জঙ্গিরা চাপাতি দিয়ে কোপানো শুরু করে। বাস্তব অবস্থাটা গণমাধ্যমকেই প্রচার করতে হবে। যারা অভিযান চালাবে তাদের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। মিডিয়া হাউজের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি রয়েছে। এটা বাড়াতেই সিনিয়র সাংবাদিকদের নিয়ে আজকের এই আয়োজন।এক প্রশ্নের উত্তরে মনিরুল ইসলাম বলেন, সরকারের উদ্যোগে আমরা দেশীয় অবস্থার প্রোপটে উগ্রবাদ প্রতিরোধে কাজ করছি। একাডেমিক রিসার্চ হচ্ছে। যে কাজ আমরা করি, সেটা আস্থা এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে করি।মনিরুল জানান, ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর সন্ত্রাসবাদের মূল বৈশ্বিক প্রবণতা এবং নির্দেশনগুলোর সারসংপে সরবরাহ করে আসছে সিডনির গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস (আইইপি)। তাদের ওই সারসংপে প্রতিবেদন গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স (জিটিআই) বলে পরিচিত।

গত বছরের নভেম্বরে জিটিআই-২০১৯ প্রকাশিত হয়। ২৩টি গুণগত ও পরিমাণগত নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্বের ১৬৩টি দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হয় সূচকটি। এসব দেশের জনসংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৯৯ দশমিক ৭ শতাংশ। সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছয় ধাপ কমে ৩১তম দেখা যায়। এ অবস্থানের স্কোর ৫.২০৮। অর্থাৎ এ দেশে এখন সন্ত্রাসবাদের প্রভাব মাঝারি মাত্রার। ২০১৮ সালে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ২৫তম।

বঙ্গোপসাগর থেকে মাছ ধরার নৌকাসহ ২৪ শ্রীলঙ্কান গ্রেফতার

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ সীমানায় চারটি মাছ ধরার নৌকাসহ ২৪ শ্রীলঙ্কান নাগরিককে গ্রেফতার করেছে নৌবাহিনী। মঙ্গলবার মধ্যরাতে আটকের পর শুক্রবার এ ঘটনায় নগরের পতেঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেছেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। এই মামলায় তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। পতেঙ্গা থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওমর ফারুক বঙ্গোপসাগরের বাংলাদেশ অংশে টহল দিচ্ছিল।

এ সময় অচোনা, সানজু পুঠা, সি হর্স ও ডেনান মেরিন আচোনা নামে চারটি মাছ ধরার নৌকাকে আটক করা হয়।

এতে ছিলেন শ্রীলঙ্কার ২৮ জন জেলে, বোটচালক ও কর্মী। যারা সে সময় বাংলাদেশ অংশের সাগরে মাছ ধরছিলেন। বানৌজা ওমর ফারুক শ্রীলঙ্কার মাছ ধরার নৌকাগুলোকে আটক করে নৌবাহিনীর আরেকটি যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা সুরভীতে করে এদের উপকূলে পাঠায়, পরে তাদের পতেঙ্গায় থানায় নিয়ে আসা হয়।

আটক জেলেরা হলেন- টি মানজুলা ডি সিলভা, কে জানাত, জিহান , টি পেসান্না , পি আনতুনি, নিমেষ, ডিনেশ ডামিরা, সামন্তকুমার, লর্ড জান্দিমার, টি নিরোশন, ডি মানচ, ডিনেশ লাসাংতে , প্রদীপ, লীসান্তাজায়া , সামন কুমার , গায়ান , আরপি ডিপপি, নিশান, নিদুশান, ওয়াচিরে, জুসান্ত কুমার, উদয় কুমার, দানুকা প্রভা ও দিপাল কুমার।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পতেঙ্গা থানা উপপরিদর্শক মো. আবু সাঈদ রানা জানান, নৌবাহিনীর সদস্যরা ২৪ জন শ্রীলঙ্কান জেলেকে পতেঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে। তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা দায়ের হয়েছে। তবে ওই জেলেদের দাবি, স্রোতের টানে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিলেন তারা।

ঢাকায় এসে ভাষা দিবসে হৃদরোগে ভারতীয় কবির মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,ফেব্রুয়ারী ২২।। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলে ঢাকায় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে এসে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের হুগলির বাসিন্দা, কবি সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার সকালে ঢাকায় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হোটেলের বাথরুমে পড়ে যান। তাকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

কবি সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দাদা গত তিন বছর ধরে মাতৃভাষা দিবসে কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ পেয়ে ঢাকায় যেতেন। এ বছরও ঢাকায় ছুটে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে কবির মরদেহ তার বাড়িতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে ছুটে যান স্থানীয় পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমবেদনা প্রকাশ করেন, সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। তবে পরিবার এবং প্রতিবেশীদের সবারই আপে, যে কবিতার জন্য জীবনের অনেকটা সময় নিবেদন করেছেন, সেই কবিতা পাঠ অসমাপ্ত রেখেই চলে যেতে হলো তাকে।

তুরস্ক-ইরান সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত ৮ জন

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : তুরস্ক-ইরান সীমান্তে শক্তিশালী ভূমিকম্প ঊ রবিবার ৫.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পটি আঘাত হানে ইরান সীমান্তবর্তী তুরস্কের ভান প্রদেশে ঊ এই ভূমিকম্পে আটজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ভূমিকম্পে আহত হয়েছেন আরও ২১ জন। এমনটাই জানিয়েছে ইরানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

রবিবার সকাল ৯টা ২৪ মিনিটে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ইরান সীমান্তবর্তী তুরস্কের ভান প্রদেশে আঘাত হানে। ইরানের পশ্চিম আজারবাইজানের কাতুর জেলা থেকে এ ভূমিকম্পটির উৎপত্তি হয়।

তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সয়লু জানান, ৫.৭ মাত্রার এই ভূমিকম্পে এক হাজার ৬৬টির মত ভবন ধসে পড়েছে। দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু করেছে বলে জানান তুর্কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিকে ইরানে ভূমিকম্প উপদ্রুত এলাকায় জরুরি উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানানো হয়।

তুরস্ক ও ইরান বিশ্বের ভূমিকম্পপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। প্রায়ই দেশ দু’টিতে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে।

দু’দিনের সফরে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন সস্ত্রীক ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ রবিবার হোয়াইট হাউস থেকে স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে সঙ্গে নিয়ে এয়ার ফোর্স ওয়ানে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ এদিন বিমানে ওঠার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘আমি এই সফর নিয়ে খুবই উৎসাহী।’

আগামীকাল দুই দিনের ভারত সফরে আসছেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঊ এই সফরে সোমবার সকাল ১১ টায় সস্ত্রীক ডোনাল্ড ট্রাম্প গুজরাতের আহমেদাবাদ পৌঁছবেন। তার জন্য রবিবার হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মেলানিয়া ট্রাম্প অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসের দিকে রওনা হন। আর সেখান থেকেই এয়ার ফোর্স ওয়ানে পাড়ি দেন ভারতের উদ্দেশ্যে ঊ

বিমানে ওঠার আগে মার্কিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘আমি এই সফর নিয়ে খুবই উৎসাহী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমার খুব ভাল বন্ধু। ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করার জন আমি উৎসুক। লক্ষ লক্ষ মানুষ উপস্থিত থাকবেন।’ ট্রাম্প আরও বলেন, মোদী তাঁকে বলেছেন যে ভারতে এটাই হবে সবথেকে বড় কোনও অনুষ্ঠান।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ, অধরা অভিযুক্ত

মুর্শিদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মুর্শিদাবাদের রেজিনগরে তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতা স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য ঊ অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার নাম আজিরুল শেখ। তার বিরুদ্ধে দুই স্কুল পড়ুয়া নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ করে এক নাবালিকার পরিবার স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে রবিবার পর্যন্ত এই ঘটনাত তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

অভিযোগ, দু’দিন আগে স্থানীয় মসজিদ থেকে পড়ে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরছিল ওই দুই নাবালিকা। অন্ধকারের মধ্যে থেকে তাদের সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করে আজিরুল। কথা বলতে না চাইলে তাদের ফোন নম্বর চাওয়া হয় বলে পরিবারকে জানিয়েছে ওই দুই স্কুল পড়ুয়া। এরপরই দুজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। চেঁচামেচি করতে আশপাশের লোক এলে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই পঞ্চায়েত সদস্য।

এরপর গ্রামে ওই কথা চাউর হতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। থানায় লিখিত অভিযোগ করে ওই নাবালিকাদের পরিবার। ঘটনার পর থেকে ওই তৃণমূল নেতাকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আজিজুল শেখের বিরুদ্ধে এর আগেও এলাকায় নানান সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে অভিযোগ রয়েছে। গোটা ঘটনায় আস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বও।

করোনা : দক্ষিণ কোরিয়ায় মৃত ৫, আক্রান্ত আরও ৬০২ জন

সিওল, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপ বাড়ছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে দেশটিতে মোট পাঁচজনের প্রাণহানী হয়েছে। রবিবার এই তথ্য দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন ।

ইতিমধ্যে বিশ্বে ব্যাপক আকার ধারন করেছে করোনাভাইরাসের প্রকোপ ঊ চিনের পর করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দক্ষিণ কোরিয়ার মানুষ। সেখানে কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দেশটিতে বর্তমানে ৬০২। দেশটিতে নতুন করে ১৬৬ জন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া করোনাভাইরাস সংক্রমণে চিকিৎসাধীন দু’জন রোগীর মৃত্যু হয়। তবে তাদের কোনও পরিচয় জানা যায়নি। দক্ষিণ কোরিয়ায় কোভিড-১৯ আক্রান্তদের মধ্যে ৩০৯ জনই দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় দেইগু শহরের বাসিন্দা। এ শহর থেকেই দেশটিতে করোনাভাইরাস প্রথম সংক্রমিত হয়।

কাছাড়ের লক্ষ্মীপুরে বরাক বঙ্গের সাহিত্য সভা

লক্ষ্মীপুর (অসম), ২৩ ফেব্রয়ারি (হি.স.) : বরাক উপত্যমকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক সমিতির আহ্বানে রবিবার কাছাড় জেলার ফুলেরতলে অবস্থিত জে কে এবং জে কে সেন পাঠশালায় এক মনোজ্ঞ সাহিত্যথ ও সংস্কৃতি এবং ”মাতৃভাষার অস্তিত্ব রক্ষা” শীর্ষক আলোচনামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বরাক বঙ্গ, লক্ষ্মীপুরের সভাপতি জগবন্ধু দাসের পৌরোহিত্যেং আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসমের শিক্ষা বিভাগ স্বীকৃত এবং রাজ্যি শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ মনোনীত সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যতসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ’মালেগড়’ কবিতার রচয়িতা কবি-সাহিত্যি ক অসিত চক্রবর্তী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বরাক বঙ্গ, লক্ষ্মীপুরের সাহিত্যা সম্পাদিকা সুমিতা দাস সবাইকে স্বাগত জানিয়ে উদ্দেশ্য ব্যা খ্যা করেন। চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বাংলাভাষী অভিভাবকদের ইংরেজি মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের পড়ানোর প্রবণতা ছেড়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাতৃভাষা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষায় সর্বাগ্রে আমাদেরকেই এগিয়ে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন খৈয়ামের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক মহম্মদ জাহির হাসমি ওরফে খৈয়ামের। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৩০ নাগাদ মুম্বইয়ের ফোর বাংলোজে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় খৈয়ামের। সেখানে গান স্যালুটের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানানো হয় প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালককে।সোমবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খৈয়াম। মঙ্গলবার সারাদিন খৈয়ামের মরদেহ তাঁর জুহুর দক্ষিণা পার্ক সোসাইটির বাড়িতেই রাখা ছিল। অনুরাগীরা সেখানেই এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান তাঁকে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ শেষকৃত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এরপর ৪টে ৩০ নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় খৈয়ামের।বিচ্ছেদের ৫ বছর পর ফের কাছাকাছি জ্যাকলিন-সাজিদ?১৫ অগাস্ট ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে মুম্বইয়ের সুজয় হাসপাতালে ভর্তি হন খৈয়াম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।: মারা গেলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক মহম্মদ জহুর খৈয়াম হাশমি। যাঁকে বলিউড চিনত খৈয়াম নামেই। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সোমবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। শ্বাসকষ্ট আর বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন খৈয়াম। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর। দিন কয়েক আগে ফুসফুসে সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই সোমবার শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বিশিষ্ট এই সঙ্গীত পরিচালক বলে জানানো হয়েছে তাঁর পরিবার এবং হাসপাতালের তরফে। শেষসময়ে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর সঙ্গীতশিল্পী স্ত্রী জগজিৎ কওর। ১৯২৭---র ১৮ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের নওয়ানশহর জেলার রাহোন শহরে জন্ম খৈয়াম। জন্মের পর তাঁর নামকরণ হয়েছিল সাদাত হুসেন। ছোট থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় খৈয়াম বালক বয়সেই দিল্লি পালিয়ে যান সঙ্গীত শিখতে। কিন্তু তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন পড়াশোনা শেষ করার জন্য। ছোট থেকেই পড়াশোনার বদলে সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষত বলিউডি ছবির সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ ছিল খৈয়ামের। বহুবার বাড়ি পালিয়ে সিনেমা দেখতেও গিয়েছিলেন তিনি। পরে আবার পালিয়ে দিল্লি গিয়ে কাকার কাছে ওঠেন। কাকাই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে পণ্ডিত অমর নাথের কাছে তাঁকে ভর্তি করে দেন। তিনিই খৈয়ামের প্রথম সঙ্গীতগুরু। তারপর পাঞ্জাবের বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক বাবা চিস্তিরও শিষ্য হন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর সহকারী হিসেবে পাঞ্জাবি ছবিতে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও ছিলেন। বলিউডে ১৯৪৮ সালে 'হীর রঞ্ঝা' ছবিতে শর্মাজি---ভার্মাজি জুটির শর্মাজি নামে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন খৈয়াম। পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর রহমান ভার্মা সেদেশে চলে গেলে একাই সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করেন।তাঁর প্রথম ব্রেক, মহম্মদ রফির কণ্ঠে ১৯৫০---র ছবি 'বিবি'---র গান। ১৯৫৩---তে 'ফুটপাথ' ছবিতে তালাত মেহমুদের কণ্ঠে তাঁর পরিচালিত গান সারা দেশবাসীর মুখেমুখে ফিরতে থাকে। ছবিটি তাঁকে সারা দেশে পরিচিতি দেয়। এরপর রাজ কাপুর---মালা সিনহা---র 'ফির সুবহ্ হোগি' ছবিতে সাহির লুধিয়ানভির লেখা এবং মুকেশ---আশা ভেঁসলের গান তাঁকে বলিউডে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এরপর ১৯৮০---র দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত 'শোলা অওর শবনম', 'আখরি খত্', 'শগুন', 'কভি কভি', 'ত্রিশূল', 'নুরি', 'বাজার', 'বেপনহা', 'উমরাও জান', একাধিক বলিউডি হিট ছবিতে হিট গান পরিচালনা করেছিলেন খৈয়াম। 'কভি কভি' এবং 'উমরাও জান' ছবির জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে সেরা সঙ্গীত পরিচালক হন। 'উমরাও জান'---র জন্য সেরা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান। ২০০৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ২০১০—এ ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম, ২০১১—য় পদ্মভূষণ এবং ২০১৮—য় হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার পেয়েছেন খৈয়াম।খৈয়ামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে বলিউড তথা দেশের সঙ্গীত মহলে। শোকজ্ঞাপন করে টুইট করেছেন নরেন্দ্র মোদি, লতা মঙ্গেশকর, জাভেদ আখতার, অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খের, ঋষি কাপুর, মধুর ভান্ডারকর, করণ জোহর, সোনম

২৬টা ছবির পর লিখব 'এ টু জেড'

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: কোন স্কুলে পড়তেন আপনি? দোলনা। স্কুলে ফার্স্ট হতেন? সেকেন্ড হতাম। বালাজি সবসময় ফার্স্ট হত। ফার্স্ট হওয়ার জেদটা কি তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল? (হাসতে হাসতে) প্রশ্নের উদ্দেশ্য, বিষয়টা পরিস্কার করলে ভাল হয় না? এই যে জাতীয় পুরস্কারে বাংলার মধ্যে ফার্স্ট হলেন, আগে জাতীয় স্তরেও হয়েছেন, পুরস্কার ঘোষণার আগে কি টেনশন ছিল ফার্স্ট হওয়া নিয়ে? না, না। আমি জানতামই না কবে পুরস্কার ঘোষণা হবে। একটা মিটিং-এ ছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম 'এক যে ছিল রাজা' সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পাচ্ছে। 'চতুষ্কোণ'-এর পুরস্কার যখন ঘোষণা হয়, তখন ডাবিং করছিলাম। 'জাতিস্মর' যখন পুরস্কার পেল, ঘোষণার সময় আমি আমেরিকায় ট্যুর করছিলাম। কিন্তু, এটা তো ঘোষণার সময়ের ব্যাপার। ছবি তৈরির সময় কি মাথায় থাকে জাতীয় পুরস্কারের কথা? জাতীয় পুরস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খুব সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এটা মাথায় রেখে কাজ করি না। কিন্তু, ধরুন একই বছরে কৌশিক গাঙ্গুলিও ছবি করেছেন, আপনিও করেছেন। তখন কি টেনশন হয় যে কৌশিক পুরস্কারটা পাবেন, নাকি, আপনি? দেখুন, টেনশন কথাটা বলবে না। একটা বছরে কী কী ছবি হচ্ছে খেয়াল রাখি। কোন ছবি পেতে পারে, সেটাও আমি খেয়াল রাখি। আর কৌশিক গাঙ্গুলির কথা বললেন বলে বলছি, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে রাইভ্যালরি আছে, মিউচুয়াল রেসপেক্টও আছে। আগের বছরে যেমন 'নগরকীর্তন' দেখে আমার মনে হয়েছিল যোগ্য ছবিই পুরস্কার পেয়েছে। এবছর 'উরি' তো অনেকগুলো পুরস্কার পেল। যোগ্য ছবিই পেয়েছে বলে মনে হয়েছে? দেখুন, সাউন্ডের পুরস্কারটা যোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছবির জন্যে ভিকি কৌশল যে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন, সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। ওর চেয়ে যিশু অনেকগুন বেটার অভিনয় করেছে 'এক যে ছিল রাজা'য়। ছবি তৈরির সময় কোন জিনিসটা মাথায় থাকে, পুরস্কার, না বক্স অফিস? আমার ছবি একই সঙ্গে ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়েছে এবং বক্স অফিসেও সাফল্য পেয়েছে। বাংলা ছবিতে এটা আমার কন্টিবিউশন বলেই মনে করি। ফেস্টিভ্যাল এবং বক্স অফিসের বেড়াটা আমি ভাঙতে পেরেছি। ছবি তৈরির সময় দর্শকদের ভাল লাগবে কী না, এটা কী মাথায় রেখে ছবি করেন? এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত স্বার্থপর। আমি একমাত্র নিজের দিকে তাকিয়ে ছবি বানাই। নিজের যে ছবি করতে ভাল লাগে, সেটাই বানাই। ক'টা লোকের সেটা ভাল লাগবে, অ্যাওয়ার্ড পাবে কী না, এটা আমি মাথায় রাখি না। আপনার বেশ কয়েকটা সিনেমা নিয়ে কোনও কোনও সমালোচকের অভিযোগ যে সৃজিত পুরনো ছবির বিনির্মান করেন। এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? দেখুন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি উত্তমকুমার জড়িত থাকেন, তাহলে মানুষ সেটাতেই লিঙ্ক হয়ে পড়ে, আটকে পড়ে, মোহিত হয়ে থাকে। এই মোহ-টা ছাপিয়ে উঠতে পারেন না অনেকেই। আমার 'এক যে ছিল রাজা' নিয়ে কেউ কেউ বলেন এটা 'সন্ন্যাসী রাজা' থেকে তৈরি। কিন্তু এটা তো একটা ঐতিহাসিক কোর্ট কেস নিয়ে তৈরি ছবি। 'জাতিস্মর'-এর মূলে আছে একটা সত্য ঘটনা। সেটা কী করে 'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী'র বিনির্মান হয়? আমার একমাত্র ছবি, যেটাকে আপনি বিনির্মান বলতে পারেন, সেটা 'অটোগ্রাফ'। এটা একই সঙ্গে 'নায়ক' ছবিটার প্রতি ট্রিবিউট এবং বিনির্মান। আমার আর কোনও ছবিই আগের কোনও সিনেমার বিনির্মান নয়। আমি আলাদা আলাদা থিম নিয়ে প্রতিবার ছবি করি। আমি একজন কথক। গল্প বলাটাই আমার কাজ। আমি স্টোরি টেলার। তাহলে, গল্প, উপন্যাস লেখেন না কেন? আমার উপন্যাসের স্ট্রাকচার হল চিত্রনাট্য। যখন ২৬ টা ছবি হয়ে যাবে তখন একটা বই লিখবনাম দেব 'এ টু জেড'। 'এ টু জেড' কেন? আসলে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টা অক্ষরের অনেকগুলো নিয়েই আমি ছবি করে ফেলেছি। যেমন 'এ'দিয়ে 'অটোগ্রাফ', 'বি' দিয়ে 'বাইশে শ্রাবণ', 'জেড' দিয়ে আছে 'জুলফিকার'। মাঝখানে কয়েকটা অ্যালফাবেট বাকি আছে। যেমন 'এফ', যেমন 'আই'। এমন কয়েকটা অক্ষর হয়ে গেলে ২৬টা ছবি হয়ে যাবে। 'এ টু জেড' সম্পূর্ণ হয়ে গেলে লিখব জীবনের 'এ টু জেড'। এমন হিসেব করে ছবি তৈরি করেন নাকি? বর্ণমালা দিয়ে ছবির মালা তৈরি করছেন? (হাসতে হাসতে) তাই তো দেখা যাচ্ছে। এবার তো 'বাইশে শ্রাবণ'-এর দুই চরিত্রকে ফিরিয়ে আনছেন নতুন ছবিতে? হ্যাঁ, 'গুমনামি বাবা'র কাজ শেষের পথে। পুজোয় মুক্তি পাবে। পুজোর পরে শুরু হবে 'বাইশে শ্রাবণ'-এর অভিজিৎ, অমৃতাকে নিয়ে নতুন ছবি 'দ্বিতীয় পুরুষ'। নিজের ছবির চরিত্রদের আবার টেনে আনছেন কেন নতুন ছবিতে? দশ বছর হল ছবি করছি। পুরনোরা কেমন আছে, একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। এই আর কি। তবে, আমি নিজেকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনা। গল্প বলি। গল্প বলতে চাই। নিজেকে শোনাই। তারপর দর্শকদের কাছে আসি। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে যাই। সবটাই জীবনের গল্প।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ স ময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে িপিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্িং প্রযুরদ্ধকক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড্রাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিমু বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম । স ম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম ব ু দ্ধি ম ত্তা ভি ত্তি ক অ্যালগোরিধত্বণগ্গ। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুবপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনো মেশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইইযেব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভ য়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেয় কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম ব ুদিমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব েপেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম ব ুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হ য়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত আলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ ক রছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

ইচাপা ইচ্ছে থেকেই পরিচালক

বহুদিন সঙ্গীত পরিচালনা করার পর এই প্রথম সিনেমার পরিচালক। এবং প্রথম ছবি 'কেদারা' জিতে নিল স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড। দ্বিতীয় ছবি শুরুর আগে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছে? আসলে, জাতীয় পুরস্কারের আসরে এই স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা ফিচার ফিল্মকে। তাই, এটা সত্যিই একটা বড় সম্মান। হ্যাঁ, অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। অন্তত, আমি যে ধরনের ছবি বানাতে চাই, সেই পথেই যে থাকতে পারব এই পুরস্কার সেই ভাবনাটায় অনেকটা জোর এনে দিল। পরিচালক হিসেবে অন্যদের কাছে অত নম্বর তো পাচ্ছিলাম না। ফলে, আমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। এই গ্রহণযোগ্যতাটা কাদের কাছে? সমকালীন পরিচালকদের কাছে, নাকি দর্শকদের কাছে? প্রথমত এবং প্রধানত দর্শকদের কাছে। আমার এই ছবি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলেও এখনও তো সিনেমা হলে রিলিজ করেনি। ফলে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য কুড়ি পার্সেন্ট বেসিক অডিয়েন্স বা সাধারণ দর্শক আমি পেয়ে গেলাম। আমার কাজ হবে আমার সিনেমা দিয়ে সেই দর্শকটাকে বাড়ানো। তবে, তার জন্যে আমি কোনও কমপ্রোমাইজ করব না। আমি সেই গল্পই বলব, যা আমার বলতে ইচ্ছে করবে। আপনার প্রযোজক নিশ্চয়ই খুশি প্রথমবারের পরিচালকের ওপর ভরসা করার জন্যে? অবশ্যই। আমার 'কেদারা'র প্রযোজক সমীরণ দাস আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন প্রথম মিটিং থেকেই। আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি এই সম্মান-প্রাপ্তিতে খুবই খুশি। পরবর্তী ছবির প্রযোজকও কি তিনিই? না, আমার তৃতীয় ছবি উনি প্রযোজনা করবেন। দ্বিতীয় ছবি কি বাবা, মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে? অপু? ওটা একটু পিছিয়েছে। ওটাই তৃতীয় ছবি হবে। দ্বিতীয় ছবি কী? কী বিষয়? দ্বিতীয় ছবির নাম 'আগন্তুক'। আজকালকার দিনে বহু সিনিয়র সিটিজেন এই শহরে একা থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে। প্রতিবেশী বা অন্য আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়তি মনে করে। মানবিক সম্পর্কই আমার ছবির কেন্দ্রে। কারা অভিনয় করছেন? আবির, সোহিনী, পদ্মনাভ, বেনী, নীল এরা আছে। কবে শুটিং শুরু? ২৪ আগস্ট থেকে। 'কেদারা' কবে মুক্তি পাবে? নভেম্বরে। 'কেদারা'র কেন্দ্রে আছে এক জমিদারের একটা চেয়ার। চেয়ার কি এখানে একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে? হ্যাঁ, চেয়ার [illegible] গঙ্গোপাধ্যায় আপনার ছবির প্রধান অভিনেতা। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ও অভিনেতাকে প্রথম ছবিতেই ডিরেকশন দিতে কোনও দ্বিধা হয়নি? আসলে কৌশিকদার সঙ্গে বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মিউজিকের কাজ করেছি। সম্পর্কটাও নিবিড়। আর, এই চরিত্রটা কৌশিকদা ছাড়া হত না। কৌশিকদাকে ডিরেকশন দিতে গেলে প্রথম পরিচালকের একটু দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌশিকদা এতটাই কো-অপারেটিভ যে দ্বিধা-টিধা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবং প্রথম পরিচালক হিসেবে অভিনেতা কৌশিকদার কাছ থেকে যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট পেয়েছি, সেটা আমাকে বাড়তি প্রেরণা দিয়েছে। নিজে সঙ্গীত পরিচালক, কিন্তু এই ছবির মিউজিকের দায়িত্ব দিলেন অরিজিৎ সিং কে। কেন? সিনেমার পরিচালক হিসেবে আমি সব কাজটা একা করতে চাইনি। আর, এই ছবির জন্যে যে মিউজিক চাইছিলাম সেটা অরিজিৎ-ই পারবে। সেজন্যেই আমি ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এবং অসাধারণ কাজ করেছে অরিজিৎ। অন্যদিকে অরিজিৎ সিংও তো ছবি পরিচালনা করছেন। সেখানে আপনি অভিনেতা। হ্যাঁ, অরিজিৎ-এর 'সা'তে অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও অরিজিৎ যে চমৎকার, সেটা ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে। আপনার সিনেমার গল্প তো আপনার-ই। সেটা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই? অনেকটা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই। নিজের দেখা জগৎ থেকে মনে মনে অনেক গল্প তৈরি করি। সেগুলো সিনেমায় বলতে ইচ্ছা করত অনেকদিন থেকেই। মনের মধ্যে ছাই চাপা অনেক ইচ্ছে তো থাকে। সেটা থেকেই ছবির পরিচালক হলাম। একসময় ছিলেন চিরদীপ। নাম বদল করে ইন্দ্রদীপ হয়ে সঙ্গীত পরিচালনায় সাফল্য পেলেন। সঙ্গীত পরিচালক থেকে সিনেমা পরিচালকের ভূমিকায় এসেই জাতীয় পুরস্কার। নাম বা ভূমিকা বদল তাহলে সাফল্য দিয়েই যাচ্ছে? (হাসতে হাসতে) সেটাই হচ্ছে দেখছি। আসলে, মিউজিক করতে করতে 'বোর' হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য একটা ভাষা খুঁজছিলাম নিজেকে প্রকাশের। তাই সিনেমার পরিচালক। ভেবেছিলাম, লাগলে তাক, না লাগলে তুক। তাহলে, তাক-ই লাগল? তাই তো দেখছি। তাহলে, এখন কি আপনাকে সঙ্গীতের চেয়ে বেশি করে সিনেমার পরিচালক হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে? সিনেমা পরিচালনার কাজটা নতুন প্রেমিকার মতো। আমি তো এমনিতে [illegible]

জামালপুরে সফল পরীক্ষমুলক গ্লাডিওলাস ফুলের পরীক্ষমুলক চাষ, পাড়ি দেবে বিদেশে

দুর্গাপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উর্বর জমি। অনুকুল পরিবেশ। শস্যগোলা বর্ধমানে এবারে শুরু হল গ্লাডিওলাস ফুলের চাষ। জেলায় প্রথম জামালপুর ব্লকের অমরপুর পরীক্ষামুলকভাবে নান্দনিক ওই ফুল চাষ শুরু হয়েছে। বাজারে চাহিদা থাকায় চাষীরা লাভের আশাও দেখবে বলে দাবী জেলা উদ্যান পালন দফতরের।

পুর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের অমরপুর গ্রামে গ্লাডিওলাস ফুলের চাষ শুরু হয়েছে। চাষ করেছেন বিবেকানন্দ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডঃ পল্লব কুমার দাস। প্রায় তিন বিঘা জমির ওপর ওই ফুল চাষ শুরু করেছেন। সম্প্রতি ফুল ফুটতেও শুরু করেছে। গোলাপী, হালকা লাল, হলুদ, নীল, মেরুন, সাদা সহ ৭ টি রঙের ফুল ফুটতে শুরু করেছে। গুনগত দিক দিয়ে ফুলগুলি উন্নতমানের।

পল্লববাবু বলেন,’ জেলা উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতায় নেদারল্যান্ড থেকে বীজ নিয়ে আসা হয়। পর্যায়ক্রম ফুলের জন্য দেড় বিঘা জমিতে প্রায় ৭৫ হাজ মাদার , দেড় বিঘা জমি বেবি চারা লাগানো হয়েছে। দেড় বিঘা জমিতে ফুল শুরু হয়েছে। বাজার থেকে যথেষ্ট উন্নতমানের ফুল হয়েছে। বাজারজাতও শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় ও হাওড়ার ফুল বাজারে নজর কেড়েছে এখানকার ফুল।’

খরচ ও চাষের পদ্ধতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,’ ফুলটির মুলধন হচ্ছে বীজ অর্থাৎ গাছটির কন্দ। বালি ও দো-আঁশ মাটিতে আলু চাষের মতই জমি তৈরী করে চারা লাগানো হয়। গোবর সার, বাদাম খোল ছাড়াও সামান্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। সব মিলিয়ে ৪-৫ বার জল সেচ দিতে হয়। লাগানোর ২ মাস ১০ দিনের মাথায় ফুল আসতে শুরু করে। বীজ ছাড়া খরচ বিঘা প্রতি ২৫ হাজার টাকা। একবার চাষ করলে ওই কন্দ ১০-১৫ দিন শুকনো করে সংরক্ষন করা যায়। একমাস ৫-৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষনের পরে আবার লাগানো যায়। সঠিক পরিচর্যা করলে ১৫-১৬ ইঞ্চি ফুলের স্টিক তৈরী হবে। স্টিক সঠিকভাবে কাটিং করলে এক সপ্তাহ রাখা যাবে।’ লাভজনক ও চাহিদা কেন? বিয়েবাড়ী, নানান অনুষ্ঠানে যেমন সাজানো হয়। তেমনই বাড়ীর ফুলদানিতে রাখা হয় গ্লাডিওলাস ফুল। রাজ্য ছাড়াও মুম্বই, দিল্লি, রাজস্থানে প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

পূর্ব বর্ধমান জেলা উদ্যান পালন দফতরের আধিকারিক ডঃ কৃষ্ণেন্দু গড়াই বলেন,’ বাজারে যে সমস্ত গ্লাডিওলাস ফুল পাওয়া যায় তার থেকে এখানের চাষের ফুলগুলি উন্নতমানের।’ তিনি বলেন,’ বাজারের স্টিকগুলি ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা। এবং ফুলগুলি চ্যাপ্টা। এখানে চাষের স্টিক গুলি ১৫-১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ফুলগুলি কমপ্যাক্ট। তাই চাহিদা ভাল।’

পল্লব কুমার দাস বলেন,’ বাজারে বর্তমানে ৩-৪ টাকা স্টিকের দাম রয়েছে। ভ্যালেন্টাইনস ডে” কিম্বা বিয়ের মরশুমে ভাল দাম থাকে।’ তিনি বলেন, ’ইতিমধ্যে দিল্লির গাজিপুর ফুলের বাজার ও রাজস্থান থেকেও বরাত আসছে। নিউজিল্যান্ড থেকেও বরাত আসছে। তাদের চাহিদা মতো জোগান দেওয়া যাচ্ছে না। সামনের মরশুমে সেখানে পাঠানো হবে। এখন দ্বিতীয় পর্যায় ফুল ফুটছে।

ছয়ের পাতায়

বয়োজ্যেষ্ঠ, লাঞ্ছিত, দুস্থ মানুষের পা ধুইয়ে দিয়েছেন অসমের মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম

ধুবড়ি (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবার অসমের জনৈক মন্ত্রী বয়োজ্যেষ্ঠ, লাঞ্ছিত, দুস্থ মানুষের পা ধুইয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রীর বিরল এই দৃশ্য ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমে দেদার ভায়রাল হচ্ছে। বহু মানুষ মন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। ঘটনা শনিবারের। ধুবড়িতে রাজ্যের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলারানি ব্রহ্ম বেশ কয়েকজন নিরাশ্রয়ী, লাঞ্ছিত, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পা ধুইয়ে দিয়েছেন। ধুবড়ির রাজা প্রভাত চন্দ্র বরুয়া ময়দানে অসম সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের কল্যাণের লক্ষ্যে আয়োজিত ‘চেতনা’ শীর্ষক এক সজাগতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২০ জন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির পা নিজের হাতে ধুইয়ে একটি করে কম্বল তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাঁদের নিত্যদিনের জীবনযাপনের কাহিনিও শুনেছেন মন্ত্রী।

সেখানে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাচারিতায় মন্ত্রী বলেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো ভারতীয় পরম্পরা। এই পরম্পরা বিস্মৃত একাংশের চেতনা ফিরিয়ে আনতে সজাগতা সৃষ্টি করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমাজে যে সব বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সত্যিকার অর্থ আশ্রয়হীন, লাঞ্ছনার শিকার, তাঁদের সম্পর্কে বেশি করে খবর সম্প্রচার ও প্রকাশ করতে সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম।অনুষ্ঠানে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কম্বল বিতরণ সম্পর্কিত সাংবাদিকদের এক জিজ্ঞাসার উত্তরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ব্রহ্ম বলেন, এই সব কম্বল সরকারি টাকায় দেওয়া হয়নি। নিজের তহবিল থেকে প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী প্রমিলারানি ব্রহ্ম ছাড়াও ছিলেন গোলকগঞ্জের বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকার, সমাজকল্যাণ দফতরের কমিশনার-সচিব রূপক কুমার মজুমদার-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

এএন ৩২ বিমানে বায়ো ফুয়েলের ব্যবহারকে ঐতিহাসিক আখ্যা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সম্প্রতি লেহ কুসুক বাকুলা রিমপোচে থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-৩২ বিমান ওড়ে। ওই কার্গো বিমানটির মধ্যে যে জ্বালানি দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে ১০ শতাংশ বায়ো-জেট ফুয়েলের মিশ্রণ ছিল। রবিবার মন কি বাতে এই ঘটনার উল্লেখ করে বিষয়টিকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমন ধরণের উদ্যোগের ফলে কার্বনের নিঃসরণ কমবে এবং বিদেশের অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের উপর নির্ভরতাও কমবে। বিমানটির দুইটি ইঞ্জিন বায়ু জেট ফুয়েলের দ্বারা চলেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০৬৮২ ফুট উঁচুতে থাকা লেহতে বায়ু ফুয়েলের ব্যবহারের পূর্বে বায়ুসেনার চণ্ডীগড় এয়ার বেসে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়।

অযোধ্যায় যাবেন উদ্ধব ঠাকরে

অযোধ্যা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মহারাষ্ট্রে জোট সরকারের ১০০ দিন পূর্ণ উপলক্ষ্যে আগামী ৭ মার্চ অযোধ্যায় যাবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে। সেখানে গিয়ে রামলাল্লার মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। শিবসেনার তরফে জানানো হয়েছে উদ্ধবের সঙ্গে থাকবেন স্ত্রী, পুত্র আদিত্য ঠাকরে এবং শীর্ষস্থানীয় কয়েক জন শিবসেনা নেতা। রামলাল্লা ছাড়াও হনুমানগারহিতেও পুজো দেবেন উদ্ধব। এ ছাড়াও স্থানীয় সাধু সন্তদের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ৯ নভেম্বর রাম মন্দির মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়দানের পর অযোধ্যায় যাওয়ার ঘোষণা করেন শিবসেনা সুপ্রিমো। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং এনসিপি ও কংগ্রেসকে নিয়ে মহারাষ্ট্রে সরকার গঠনের ফলে তার সেই সিদ্ধান্ত পিছিয়ে যায়। অবশেষে ৭ মার্চ সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে অযোধ্যা যাবেন তিনি। ২০১৯ সালের ১৬ জুন দলের ১৮জন নবনির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে শেষবার অযোধ্যা গিয়েছিলেন উদ্ধব। রাজনৈতিক মহলের মতে উদ্ধবের অযোধ্যা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে কংগ্রেস এবং এনসিপি।

দলীয় বৈঠক চলাকালীন বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে

গোসাবা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিজেপির দলীয় বৈঠক চলাকালীন লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল স্থানীয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা থানার অন্তর্গত কচুখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিশপুর গ্রামে। এই ঘটনায় অন্তত পাঁচজন বিজেপি কর্মী গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে গোসাবা ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। পাল্টা তৃণমূলের দাবি আগে বিজেপিরা আগে হামলা চালিয়েছে। প্রতিরোধ গড়ে তোলার জেরে দু”পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ওদিন বিজেপি নেত্রী সুলেখা সামন্তের বাড়িতে একটি কর্মী বৈঠক করছিলেন জনা কুড়ি বিজেপি কর্মী। অভিযোগ সেই সময় আচমকা একদল দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায় তাদের উপর। এই ঘটনায় মাথা ফাটে সুশান্ত বীর নামে এক বিজেপি কর্মীর। এ ছাড়াও নিরাঞ্জন মিস্ত্রী, সুবীর বর্মণ সহ আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী গুরুতর আহত হন। পাল্টা তৃণমূলের দাবি এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে বিজেপি তাই এলাকার মানুষ তার প্রতিবাদ করেছেন। ঘটনার খবর পেয়ে গোসাবা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

ভেঙে পড়ল ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে তৈরি অস্থায়ী গেট, কারন জানতে চাইল কেন্দ্র

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মোতেরায় ভেঙে পড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে তৈরি অস্থায়ী গেট ঊ রবিবার সকালে গুজরাটের আহমেদাবাদের মোতেরায় উদ্বোধন হতে চলা বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামের দুই নম্বর গেটের সামনে বানানো একটি অস্থায়ী গেট হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েঊ রবিবার সকালে হঠাৎ করেই স্টেডিয়ামের ২ নম্বর গেটের সামনে বানানো একটি অস্থায়ী গেট ভেঙে পড়ে। তখন উদ্যোক্তারা সেখানেই ছিলেন। ভাল এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে।

আর ২৪ ঘণ্টা পরেই ভারতের মাটিতে প্রথমবারের জন্য পা দিতে চলেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁকে স্বাগত জানাতে সাজসাজ রব গুজরাতের আহমেদাবাদে। এখানেই মোতেরাতে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করবেন তিনি। অথচ রবিবার সকালেই ঘটল বিপত্তি। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ট্রাম্পকে স্বাগত জানাতে তৈরি করা একটি অস্থায়ী গেট।এদিন সকালে হঠাৎ করেই স্টেডিয়ামের দুই নম্বর গেটের সামনে বানানো একটি অস্থায়ী গেট ভেঙে পড়ে। তখন উদ্যোক্তারা সেখানেই ছিলেন। ভাগ্য ভাল এই ঘটনায় কেউ আহত হননি।

এই ঘটনার পর স্বভাবতই অস্বস্তিতে পড়েছেন উদ্যোক্তারা। ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। এই গেট ভেঙে পড়ার পিছনে উদ্যোক্তাদের কোনও গাফিলতি রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে। নতুন করে গেট নির্মাণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন যাতে কোনও রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আয়োজকদের।

ইসরোর ইউভিকার প্রশংসায় প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : স্কুল পড়ুয়াদের বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে ইসরো ইউভিকা প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলে মন কি বাতের ৬২তম সংস্করণে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসায় আরও বেশি করে তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষণ করার জন্য যুব বিজ্ঞান কার্যক্রম বা ইউবিকা গ্রহণ করেছে ইসরো। জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান, জয় অনুসন্ধনের দর্শনকে সম্প্রসারিত করবে এই উদ্যোগ। স্কুলের পরীক্ষা শেষ হলে ছুটির সময় স্কুল পড়ুয়ারা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে মহাকাশ গবেষণা, মহাকাশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে পারবে।

ইসরোর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, রেকর্ড সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছে ইসরো। নতুন মাইলফলকে প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

ভীম আর্মির ডাকা বনধে আংশিক সাড়া পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে

লখনউ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সিএএ, এনআরসির প্রতিবাদে রবিবার ভীম আর্মির ডাকা ভারত বনধে আংশিক প্রভাব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে।

চন্দ্রশেখর আজাদের ভীম আর্মি ডাকা এই বনধকে সমর্থন করেছিল কয়েকটি রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক গণসংগঠন। বনধের জেরে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে একাধিক দোকানপাট বন্ধ ছিল। রাস্তাতেও গাড়ির সংখ্যা কম ছিল। পুলিশের তরফে জানানো হয় যে এদিন দুপুর পর্যন্ত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

চন্দ্রশেখর আজাদের ডাকা এই ভারত বনধকে সমর্থন করেছে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি লোহিয়ার নেতা শিবপাল যাদব।

ভারতের বৈচিত্রময়তাকে অনুভব করতে গেলে হুনার হাটের মতো মেলায় যাওয়া উচিত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : দেশের হস্তশিল্প বৈচিত্রকে সংরক্ষিত এবং বিপণন করার ক্ষেত্রে হুনার হাট যে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রবিবার মন কি বাতের ৬২তম সম্প্রচারে তাই মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে হস্তশিল্প মেলা হুনার হাটের আয়োজন করে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হস্তশিল্পী, রন্ধন শিল্পীরা নিজের তৈরি সম্ভার নিয়ে এই মেলায় যোগ দেয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে চলা এই মেলার এদিনই ছিল শেষদিন। এই ধরণের হস্তশিল্প মেলার গুরুত্ব তুলে ধরে মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈচিত্রময় সংস্কৃতি, রন্ধন, পরম্পরা, আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে দিল্লির হুনার হাটে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরণের মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। ভারতকে জানতে এবং বুঝতে হলে সুযোগ পেলেই এই ধরণের হুনার হাট মেলায় যাওয়া উচিত প্রতিটি নাগরিকের।হুনার হাটে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘দিবাঙ্গ এক মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি তিনি ফুটপাথে বসে ছবি বিক্রি করতেন। হুনার হাটের ফলে তার জীবন পাল্টে গিয়েছে। এই ধরণের মেলার ফলে তিন লক্ষ হস্তশিল্পীর কর্মসংস্থান হয়েছে।’উল্লেখ করা যেতে পারে হুনার হাট গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে গিয়ে তিনি লিট্টি চোখা ছেখে দেখান। চুমুক দেন এক কাপ গরম চায়ে। এ ছাড়াও উপ-রাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা মেলা পরিদর্শন করেছিলেন।

নির্বাচন কমিশনে কোনও স্পাই রয়েছে দিলীপ ঘোষের বিস্ফোরক ফিরহাদ

কলকাতা, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : রবিবার পুরভোট প্রসঙ্গে তৃনমূলকে কটাক্ষ করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন , ‘ওরা চাইছে ফাঁকতালে করে নিতে’।এরপরই দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ‘নির্বাচন কমিশনে কোনও স্পাই রয়েছে দিলীপ ঘোষের’ বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিমঊ দিলীপ ঘোষকে একহাত নিয়ে মেয়র বলেন , ‘আমি পুরমন্ত্রী হয়ে জানি না কবে পুরভোট হবেঊ দিলীপ ঘোষ জানছেন কী করে! নির্বাচন কমিশন স্থির করবে কবে ভোট। নির্বাচন কমিশন এখন এ ব্যাপারে কোনও কিছুই জানায়নি, অথচ দিলীপ ঘোষ জেনে যাচ্ছেন কিভাবে! তাহলে কি নির্বাচন কমিশনে কোনও স্পাই রয়েছে দিলীপ ঘোষের। বিজেপি ফেল করা ছাত্রের মত আচরণ করছে’।তিনি আরও বলেন , ‘ওরা কথায় কথায় কোর্ট দেখায়। ভোট পিছোতে কোর্ট, সভার অনুমতি নিয়ে কোর্ট, যা কিছু হোক না কেন কোর্টে যেতে অভ্যস্ত। আমরা কোর্টে যাই না। কারণ আমরা সারাবছর মানুষের কোর্টে থাকি। আমাদের পরীক্ষায় সময় পড়ারও দরকার হয় না। আমরা সবসময়ই পড়াশোনা করি’। উল্লেখ্য, রবিবার হাওড়ায় গোলমোহরে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে জনসম্পর্ক সারার ফাঁকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করলে তো ভোট আগে করতে পারত। ওরা চাইছে ফাঁকতালে করে নিতে। বাকি পার্টি যেন প্রচার করতে না পারে। লড়াই করতে না পারে। প্রস্তুতি নিতে না পারে’।

নিয়ম মেনে নির্বাচন হোক, পুরভোট প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ

হাওড়া, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.): নিয়ম মেনে নির্বাচনের আওয়াজ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ রবিবার হাওড়ায় গোলমোহরে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে জনসম্পর্ক সারার ফাঁকে তিনি বলেন, নিয়ম মেনে নির্বাচন হোক। যখনই নির্বাচন হবে আমরা পুরো শক্তি নিয়েই লড়ব। যদি অনিয়ম হয় নিশ্চয়ই আমরা সেক্ষেত্রে আদালতে যাব।

আগামী ১২ এপ্রিল কলকাতা ও হাওড়া পুরসভায় ভোটগ্রহণের সম্ভাবনা ঊ যা নিয়ে তুঙ্গে পুরভোট তরজা ঊ এ বিষয়ে ফের সুর চড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ রবিবার হাওড়ায় গোলমোহরে প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে জনসম্পর্ক সারার ফাঁকে তিনি বলেন, ‘তাড়াহুড়ো করলে তো ভোট আগে করতে পারত। ওরা চাইছে ফাঁকতালে করে নিতে। বাকি পার্টি যেন প্রচার করতে না পারে। লড়াই করতে না পারে। প্রস্তুতি নিতে না পারে। আমরা বলেছি নিয়ম মেনে নির্বাচন হোক। যখনই নির্বাচন হবে আমরা পুরো শক্তি নিয়েই লড়ব। যদি অনিয়ম হয় নিশ্চয়ই আমরা সেক্ষেত্রে আদালতে যাব। প্রচারের জন্য কমপক্ষে ২৫ দিন সময় দিতে হবে এটাই আদালত জানিয়েছে। কিন্তু নির্বাচন এখনই হলে প্রচারের জন্য সময় পাওয়া যাবে না। মাইক ব্যবহার করা যাবে না। নির্বাচন কমিশন নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পুর নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করছে ততক্ষণ কোনও তারিখই সরকারিভাবে মান্যতাপ্রাপ্ত হবে না। বাস্তবে সেই দিন ঘোষণার পরই প্রচারের জন্য সেই সময় হাতে থাকতে হবে।’

উনি কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন দেখানোর জন্য, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

হাওড়া, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):রবিবার হাওড়ায় গোলমোহরে প্রাতঃভ্রমণে যান রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়ে জনসম্পর্ক সারার ফাঁকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের কেন্দ্রের কাছে চিঠি দেওয়া নিয়ে তোপ দাগলেন দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন , ‘কেন্দ্র যখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকেন তখন উনি যাননা কেন!

ছয়ের পাতায়

করোনাভাইরাসের দাপটে চিনে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪৪২

বেজিং, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : মৃত্যু মিছিল অব্যাহত চিনে। করোনাভাইরাসে মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪৪২। গোটা চিনজুড়ে মারণ এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৭৬৯৩৬।

রবিবার চিনা স্বাস্থ্য কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নতুন করে ৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে হুবেই প্রদেশে ৯৬ এবং গুয়াংডংয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে মৃতের সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪৪২। পাশাপাশি নতুন করে আরও ৬৪৮ জনের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত চিনে ৭৬৯৩৬ জন মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

অন্যদিকে দক্ষিণ কোরিয়াও করোনায় আক্রান্ত। সেখানে এখনও পর্যন্ত ৫৫৬ জনের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে দুইজনের। গোটা বিশ্বের ২৫টি দেশে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-য়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সতর্কতা অবলম্ব না নিলে পরিস্থিতি আরও বেশি ভয়াবহ হতে পারে। এদিকে চিনের হুয়ান প্রদেশ পরিদর্শন করেন হু-এর একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে গিয়ে তারা গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানের ভাই যোগ দিলেন তৃণমূলে

হুগলী,২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আব্দুল মান্নানের ভাই মুজিবুর রহমান তৃণমূলে যোগ দিলেন।রবিবার শ্রীরামপুরের তৃনমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ের বাড়ি গিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার আবেদন করেন মুজিব ও তাঁর স্ত্রী রেজমি খাতুন।কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় তাঁদের তৃণমূলে স্বাগত জানিয়ে বলেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় ছাড়া, তৃণমূল ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন সম্ভব না এটা বুঝছেন অনেকে।যোগদান তো দলকে সব সমই শক্তিশালী করে।আর রাজ্যের বিরোধী দলনেতার ভাই যখন তখন এটা প্রমাণ করে কংগ্রেস কিছু করে না।কংগ্রেস সিপিএম এর হাত ধরায় অনেক কংগ্রেস তৃণমূলে যোগ দেবে এই তো শুরু।

তৃণমূলে যোগ দিয়ে মুজিব ও রেজমি জানান,তৃণমূলে কাজ করার ইচ্ছা ছিলো অনেকদিন।তাই কল্যাণ দার কাছে জানিয়েছিলাম।দাদা আব্দুল মান্নান কংগ্রেস নেতা এবং রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তাতে কোনো অসুবিধা হবে না,কারন অনেক পরিবার আছে যেখানে সদস্যরা বিভিন্ন দল করেন।রাজনীতিটা ব্যাক্তিগত।

চাঁপদানীর বিধায়ক বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জানান,মুজিব আমার ভাই এটা ঠিকই কিন্তু ও আমার সঙ্গে থাকেও না,শ্রীরামপুরে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকে, কোনোদিন কংগ্রেস করেনি, পাটি অফিসেও আসে না। এখন ওরা যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চায় আমি কি করব।

ওড়া যেখানে খুশি যেতেই পারে তাতে ওদের মতো মানুষকে আমাদের অন্তত প্রয়জন নেই।

ফিনিক্স পাখির মত স্মৃতির মহানগরীতে জেগে উঠল ঐতিহ্যের প্রাসাদ : আরও একটি দর্শনীয় স্থান

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শহরে তৈরি হল আরও একটি দর্শনীয় স্থান। পুরনো কলকাতার ঐতিহ্যমাখা এই ভবন স্মৃতির মহানগরীর এক আলেখ্য। দর্শনীয় ভবন ‘মার্বেল প্যালেস’-এর গা ঘেঁষে সংস্কারলব্ধ এই প্রাসাদের উদ্বোধন করলেন কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। জনসাধারণের জন্য এর দ্বার ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকেলে খুলে দেওয়া হবে।

৪৬ মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে অবস্থিত মার্বেল প্যালেস যতটা না মর্মর প্রাসাদের জন্য বিখ্যাত, দর্শনীয় আরও বেশি এখানকার চিত্রভাস্কর্যাদির এক বিচিত্র সংগ্রহশালার জন্য। এই প্রাসাদ বাবু রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক বাহাদুরের (১৮১৯-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) তৈরি। রাজা রাজেন্দ্রলাল চোরবাগানের মল্লিক বংশের সন্তান। মাত্র ১৬ বছর বয়সে ১৮৩৫ সালে তিনি এক ফরাসি স্থপতিকে দিয়ে এই ‘মার্বেল প্যালেস’ নির্মাণ শুরু করান। শেষ হতে সময় লাগে ৫ বছর। উত্তর কলকাতার উনবিংশ শতকের প্রাসাদগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের দিক থেকে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ।

এর ঠিক পাশেই সে আমলে তৈরি হয়েছিল সৌন্দর্যমণ্ডিত আর এক প্রাসাদ। নিওক্ল্যাসিকাল স্থাপত্যরীতিতে গড়ে তোলা এই তিনতলা ভবনটির সামনে

ছয়ের পাতায়

ভেঙে পড়ল যুদ্ধবিমান মিগ-২৯কে

পানাজি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : গোয়ায় ভেঙে পড়ল নৌবাহিনীর মিগ-২৯কে যুদ্ধবিমান। রবিবার সকাল ১০টা ৩০মিনিট নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। সঠিক সময় ইজেক্ট করার ফলে নিরাপদেই প্যারাশ্যুটে অবতরণ করেন বিমানের পাইলট। বিমান ভেঙে পড়ার ঘটনায় তৈরি করা হয়েছে উচ্চপর্যায় তদন্তকারি কমিটি।

এদিন নৌবাহিনী নিজেদের ট্যুইটবার্তায় জানিয়েছে প্রতিদিনকার মতো রুটিন সরর্টিতে উড়েছিল মিগ-২৯কে। সেই সময় গোয়া ভেঙে পড়ে বিমানটি। পাইলট নিরাপদে ইজেক্ট করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, কেরিয়ার শ্রেণী যুদ্ধজাহাজ আইএনএস বিক্রমাদিত্যের জন্য রাশিয়ার সঙ্গে ৪৫টি মিগ-২৯কে যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তি করেছিল ভারত। সেই মতো ২০০৪ সালে ১৬টি বিমান পায় ভারতীয় নৌবাহিনী। ২০০৯ সালে আরও ২৯টি যুদ্ধবিমান। বর্তমানে গোয়ার উপকূলে রয়েছে আইএনএস বিক্রমাদিত্য।

রবিবার আদমসুমারীর তথ্য দেব আমরা জাতীয় জনপঞ্জি নিয়ে সিপিআইএম বাড়ি বাড়ি প্রচারে যায়। ছবি- নিজস্ব।

পানীয় জলের সঙ্কটের সমাধানে নয়া পদক্ষেপ কলকাতা পুরসভার

কলকাতা,২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.) : জলের অপর জীবন ঊ আর জল খরচে কলকাতার জুড়ি মেলা ভার ঊ কিন্তু সব জল খরচা হয়ে গেলে কলকাতায় পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিতে পারে পরবর্তীকালে ঊ তাই আগে ভাগেই পানীয় জলের সঙ্কটের সমাধানে নয়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর,ক্রমাগত জল তোলার জন্য শহরের কোন এলাকায় জলস্তর কত নেমেছে, তার ভিত্তিতে একটি রংভিত্তিক বা যাকে বলা যেতে পারে "কালার কোডেড জোনাল ম্যাপ" তৈরি করা হবে ঊ লাল, কমলা ও সবুজ- এই তিনটি রঙের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলস্তরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবেঊ ক্রমাগত জল তোলার ফলে যে সব জায়গায় জলস্তর বিপজ্জনক ভাবে নেমে গিয়েছে, সেই এলাকা চিহ্নিত করা হবে লাল রঙেঊ কমলা রং বোঝাবে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় জলস্তর দ্রুত নামতে শুরু করেছে, যা ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছেঊ আর সবুজ রং বোঝাবে, ওই এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর ঠিকই রয়েছেঊ প্রস্তাবিত ওই নীতি অনুযায়ী, শুধুমাত্র সবুজ রঙে চিহ্নিত এলাকা থেকেই ভূগর্ভস্থ জল তোলার অনুমতি দেওয়া হবে।

পুর নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে তৎপর ঝাড়গ্রামের তৃণমুলের নেতৃত্ব

ঝাড়গ্রাম, ২২ জানুয়ারি (হি.স.) : পুর নির্বাচনের আগে ঝাড়গ্রামের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে জনসংযোগ বাড়াতে কোমর বেঁধে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক দলের নেতাকর্মীরা। বিভিন্ন ওয়ার্ডের মানুষজনদের অভাব অভিযোগ শোনার পরেই দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তৃণমুলের নেতা কর্মীরা। এই ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংযোগ যাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন তৃণমুলের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি বীরবাহা সরেন (টুডু) ঊ জনসংযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতি রবিবার জনতার দরবারে গিয়ে তাদের সমস্যার কথাও শুনলেন তিনি। গত সপ্তাহের পর আজ ঝাড়গ্রাম ফেডারেশন হলে এই কর্মসূচি করলেন।

পুর ভোটের আগে ঝাড়গ্রাম শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলছে প্রচার ।জেলা সভাপতি নিজে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন। এদিন দশ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্ত দিয়েছেন জেলা সভাপতি ।উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি অজিত মাহাতো,শহর যুব সধারণ সম্পাদক উজ্বল পাত্র সহ প্রমুখ ।এদিন ঝাড়গ্রাম শহরের ফেডারেশন হলে জেলা সভাপতি শহরের বিভিন্ন মানুষের সমস্যার কথা শোনার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। জেলা সভাপতি গত সপ্তাহ থেকেই শুরু করেছেন মানুষের কাছ থেকে অভাব অভিযোগ শোনার কর্মসুচটি নিয়েছেন ।তিনি বলেন " প্রতি রবিবার ফেডারেশন হলে আমি বসি। সেখানে জেলার মানুষেরা আসেন তাদের নানা সমস্যার কথা শুনি ।যতটা সম্ভব হয় তা সমাধান করার চেষ্টা করি। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাচ্ছি। কিছু সমস্যা রয়েছে। পানীয় জলের কিছু সমস্যা রয়েছে। আমি তা নিয়ে মহকুমা শাসকের সাথে কথা বলেছি। বিজেপি মানুষকে ভুল বুঝিয়েছিল। তারা দিদির উন্নয়ন দেখে আবার দলে সমিল হচ্ছে। জেলা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দান করছেন ।আরও অনেকে যোগাযোগ করছেন।

হামলাবাজ

● প্রথম পাতার পর

দেব, প্রিয়তোষ দত্ত ও সঞ্জয় চাকমা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের সবার বাড়ি মনু অঞ্চলে।

এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন কাঞ্চনপুরের এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস, ওসি পরিতোষ দাস, এসআই সুপ্রতিম দে প্রমুখ। আগামীকাল সোমবার তিন হামলাবাজ উত্তম দেব, প্রিয়তোষ দত্ত ও সঞ্জয় চাকমাকে বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও বিক্রমজিৎ শুক্লাদাস।

গাছ

● প্রথম পাতার পর

মুন্ডাকে আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে মোহনপুর হাসপাতালে। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থায় অবশেষে মৃত্যু হয় বিশ্ব মুন্ডার। পুলিশে খবর দেওয়া হলে মোহনপুর হাসপাতালে আসেন সিধাই থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আধিপত্য

● প্রথম পাতার পর

এসোসিয়েশনের নির্বাচন নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস অস্থায়ী সভাপতি তথা বরিষ্ঠ আইনজীবি পিযুষ কান্তি বিশ্বাসের দাবি, বিজেপি লিগ্যাল সেলের প্রতি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই নির্বাচনে। তাঁর মতে, গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, বার এসোসিয়েশনের বিদায়ী কমিটির প্রতি আইনজীবিরা ক্ষোভে ফুঁসছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকারের প্রতিও তাদের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছিল। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পক্ষের কাছে প্রতিবাদের সুর তুলেছেন আইনজীবিরা। তাঁর দাবি, বিজেপি লিগ্যাল সেলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। ক্ষমতার অপব্যবহার কিভাবে হচ্ছে বিজেপি লিগ্যাল সেল তার পরিচয় দিয়েছে। তিনি বলেন, পিপি-এপিপি নিয়োগে যোগ্যদের মূল্যায়ণ করা হচ্ছে না। তাতে বিজেপি সমর্থীত আইনজীবিরাই ক্ষোভে ফুঁসছেন। এদিন তিনি সাফ বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপিতে অন্তর্কোন্দল বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে প্রতিফলিত হয়েছে।

এদিকে, এডভোকেট জেনারেল অরুণ কান্তি ভৌমিক বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনে রাজনৈতিক পরাজয় হয়নি বলে দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আদালতে কংগ্রেস এবং সিপিএম সমর্থীত আইনজীবিদের সংখ্যা বরাবরই বেশি। সেই নিরীখে এই নির্বাচনে বিজেপি সমর্থীত আইনজীবি সংগঠন পরাজিত হয়েছে। সাথে তিনি কংগ্রেস-সিপিএম'র আতাঁতকে অনৈতিক জোট বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দাবি, ইতিপূর্বে রাজ্যে কখনই বার এসোসিয়েশনে নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএম'র মধ্যে জোট হয়নি।

প্রসঙ্গত, বার এসোসিয়েশনের গত নির্বাচনে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল। গেরুয়া সমর্থীত আইনজীবিদের ঝড়ে উড়ে গিয়েছিল বামপন্থীরা। ওই বছর বিজেপি লিগ্যাল সেলের ঝুঁলিতে পড়েছিল ১২টি আসন। বামেরা মাত্র ৩টি আসনে জয়ী হতে পেড়েছিল। এক বছরের মধ্যেই বার এসোসিয়েশনের নির্বাচনী ফলাফল সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেল। স্বাভাবিকভাবেই, এক বছরে বিজেপির প্রতি আইনজীবিদের মোহভঙ্গ হয়েছে নাকি দলীয় অন্তর্কোন্দলের প্রতিফলন নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে। তা এখন বিজেপির মূল্যায়ণ করার সময় হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জাফরাবাদ

● প্রথম পাতার পর

পরিবর্তন হয়নি। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সিংহভাগ মহিলা থাকায় বিপুল পরিমাণে মহিলা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে ও মুখে আজাদির স্লোগান তুলে বিপুল সংখ্যক মহিলা জাফরাবাদ মেট্রো স্টেশনে সামনে শনিবার রাত থেকে জমায়ত করে বিক্ষোভ দেখায়। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে নিরাপত্তা জনিত কারণে স্টেশনের গেটগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ট্রেন স্টেশনে থামছে না।

পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বিপুল পরিমাণে পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সিংহভাগ মহিলা। মাথায় 'এনআরসি নয়' লেখা টুপি পরে এবং হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা। এই বিক্ষোভে প্রায় ১০০০-বেশি মহিলা অংশগ্রহণ করেছে। পথ আটকে বিক্ষোভ দেখানোর ফলে সেলামপুর থেকে মৌজপুর এবং যমুনা বিহারের মাঝে রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বিপর্যস্ত হয়েছে যান চলাচল। ঘটনাস্থলে গিয়েছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি বেদ প্রকাশ সূর্য্য।

বিক্ষোভকারীরা জাফরাবাদ রোড থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মিছিল করতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশের তরফে সেই অনুমোদন দেওয়া হয়নি।

সমাজকর্মী ফাহিম বেগ জানিয়েছেন, প্রশাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিক্ষোভে যোগ দেওয়া বুশরা নামে এক মহিলা জানিয়েছেন, সিএএ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে।

বর্ষীয়ান মন্ত্রীর

আটের পাতার পর

কার্যকরী সভাপতি- প্রবীর চক্রবর্তী (আইএনএস), ভাইস প্রেসিডেন্ট- সজল বসু (আইএনএস), অশোক সেনগুপ্ত (হিন্দুস্তান সমাচার),
তুষার গাঙ্গুলি (কালান্তর), অর্গানাইজিং সেক্রেটারি- সোমেশ্বর বড়াল (পিটিআই/ টাইমস অফ ইন্ডিয়া), সেক্রেটারি- প্রশান্ত দাস (নিউজ টাইম), অলীপ মিত্র কোষাধ্যক্ষ- কল্যাণ পন্ডিত।

পাড়ি দেবে বিদেশে

পাচের পাতার পর

তাই ট্যাগিংয়ের কাজ চলছে।' মুনাফা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,' ফুলটি লাভজনক। চার মাসের চাষ। তাতে খরচ বাদ দিয়ে বিঘাতে প্রায় একলক্ষ টাকা আয় হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ১৫-২০ কাঠা করে চাষ করলে স্বনির্ভরতার আশা দেখবে।' জেলা উদ্যান পালন আধিকারিক কৃষ্ণেন্দুবাবু বলেন,' উৎসাহী চাষীদের প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। গ্লাডিওলাস ফুল চাষে ভবিষ্যৎ ভাল।

দিলীপ ঘোষের

পাচের পাতার পর

উনি কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন দেখানোর জন্য ঊ উনি মিটিংয়ে যান না কারণ ওখানে গেলে হিসাব চাওয়া হয় ঊ চিঠি দিয়ে একটা প্রচার করার চেষ্টা করছেন ঊ আমাদের কেন্দ্র সরকার কাউকেই প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না ঊ আমাদের সরকার বহু ফান্ডে বহু টাকা দিচ্ছে। অনেক টাকা ফেরত যায় খরচ হয় না ঊ সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে ফান্ড খরচই হয়না ঊ সেটা খরচ করুন ঊ হিসাব দিন ঊ কেন্দ্র সরকার টাকা দেওয়ার জন্য বসে আছে।

আরও একটি দর্শনীয় স্থান

পাচের পাতার পর

বাঙালি রীতিতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও বিশাল বাগান ছিল। ভিতরে ছিল বাঙালি রীতিতে তৈরি ঠাকুরদালান। এই মন্ডপে যেমন পূজা হত তেমনি যাত্রাপালা ও কীর্তনের আসরও বসত। তিনতলা ভবনটির সামনে রয়েছে কোরিন্থিয়ান রীতিতে তৈরি স্তম্ভ এবং কারুকার্য করা বড় বারান্দা।

কালের ছোবলে ৪৮বি, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বিশাল এই প্রাসাদ খন্ডহরে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পুরনো কলকাতা হারিয়ে যাচ্ছে। অতীত হয়ে যাচ্ছে এখানকার নানা স্মৃতি। কিন্তু ভবনটি বেঁচে গেল ইমামি গোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিকতায়। এই গোষ্ঠীর দুই কর্ণধার রাধেশ্যাম গোয়েঙ্কা ও রাধেশ্যাম আগরওয়াল ১৯৬৮-এ এই ভবনেই ২০০ বর্গফুটের একটি ভাড়া ঘরে তৈরি করেন ওঁদের 'ক্যানকো ক্যামিক্যালস'। এটিই ছিল ই'মামি'-র আঁতুরঘর। ভবনের তৎকালীন মালিক নীলকান্ত মল্লিকের কাছ থেকে তাঁরা বাড়ির বেশিরভাগ অংশ কিনে নেন ২০০৫-০৬ এ। ২০১৫-তে তাঁরা পুরো অধিগ্রহণ করে নেন।

না, এর পর জীর্ণ-পুরনো বাড়িটি খালি করে কোনও বানিজ্যিক আবাসন তৈরিতে ব্রতী হননি তাঁরা। ইমামি গোষ্ঠী ২০১৬-তে শুরু করে প্রাসাদটি সংস্কারের কাজ। ঠিক মল্লিকবাড়ির আদলে। নিচের ঠাকুরবাড়িকে মুম্বাইয়ের শ্রীসিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরের অনুকরণে ঢেলে সাজা হয়। ঠিক দুবছর আগে সুশীল গোয়েঙ্কা নিয়ন্ত্রিত 'ক্যালকাটা হেরিটেজ কালেকটিভ' এই সংস্কারে সামিল হয়। এখানে তৈরি হবে সংগ্রহশালা, প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রভৃতি। রবিবার সংস্কারলব্ধ ভবনের উদ্বোধনে মেয়র ছাড়া ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিসচিব জহর সরকার, প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্য নিয়ে চর্চারত ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধি।

সাহিত্য সভা

তিনের পাতার পর

আসতে হবে। আলোচনায় অন্যাযন্যে অংশগ্রহণকারীরা হলেন শুভজিৎ চক্রবর্তী, সৌম্যলজিৎ চক্রবর্তী, দীপঙ্কর দেবরায়, জগবন্ধু দাস, কার্তিক রায়, বাসনা দাস প্রমুখ। সাহিত্যের আসরে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন তাপস অখণ্ড, শিল্পজিৎ পাল, দীপিকা মল্লিক, রিমি পাল, মিঠুন সূত্রধর, নেহা পাল, সিয়ারাম যাদব, শিপ্রা দাস, সঞ্চিতা দাস। প্রবন্ধ পাঠ করেন মলিনা দে পুরকায়স্থ ও পূর্ণিমা পাল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন পৌলমী রায়, অনুষ্কা পাল, গৌতম রুদ্রপাল, শুক্লা চক্রবর্তী, শিপ্রা দাস।

কমন সার্ভিস সেন্টারের উদ্যোগে সড়ক সুরক্ষার উপর সচেতনতা কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে বৈরাগীবাজারে।

মাতৃভাষা দিবস পালিত আমারা বাঙালীর

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ২১ শে ফেব্রুয়ারি দিনটি বর্তমানে আন্তর্জাতিক মাতৃবাষা দিবস হিসাবে গোটা বিশ্বে স্বীকৃত। এর সঙ্গে ১৯৫২ সালের ওপার বাংলার ভাষা আন্দোলন জড়িয়ে রয়েছে। উর্দু সাম্রাজ্যবাদীরা যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এর সংখ্যাগুরু প্রায় তিন কোটি বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা কেড়ে নিয়ে উর্দু ভাষা চাপানোর ফরমান জারি করেছিল, তখন সেখানকার ছাত্রসমাজ ভাষা দমনকারীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলে। ওই আন্দোলনকে স্তব্দ করতে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় বেপরোয়া গুলি চালালে ঢাকার রাজপথে রফিক, সালাম, বরকত শফিউর, জব্বার নামে পাঁচজন ভাষা শহীদ হন। এই ভাষা আন্দোলনের শেষ পরিণতি হল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান। একইভাবে এদেশ তথা অসমের বুকে ১৯৬১ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলাকে মুছে দেওয়ার লক্ষ্যে অসম সরকার মাত্র ৩১ শতাংশ অসমিয়াদের ভাষা চাপাতে চেয়েছিল যার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ৬১-র ১৯ শে মে শিলচরের রেলওয়েস্টেশনে অহমিয়া পুলিশের তপ্ত বুলেটে ১১ জন বাঙালী যুবক যুবতী প্রাণ বির্সজন করে। মাতৃভাষা বলার মর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে এই আত্মত্যাগ বিশ্বের ইতিহাসে নজীর বিহীন। এর পেছনে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বাঙালীর প্রচণ্ড ভাবাবেগই লুকিয়ে রয়েছে ২০০০ সালে স্বয়ং রাষ্ট্রসংঘ এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করার বিশ্বের বুকে বাংলাভাষার গৌরব যেমন মহিমান্বিত হয়েছে তেমনি জাতি হিসাবে বাঙালী যে বর্তমান পৃথিবীতে এক উন্নত সংস্কৃতিবান জাতি তাও স্বীকৃত হয়েছে। যাদের আত্মত্যাগে বাঙালীর এই মর্যদা বৃদ্ধিপেল জাতি হিসাবে আমরা সবাই তাদের কাছে ঋনি, কৃতজ্ঞ।

জীবনাবসান

● প্রথম পাতার পরত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাধীন থাকাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, সাংবাদিকরা কল্যাণী দে'কে দেখতে গিয়েছিলেন।

রবিবার প্রয়াতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে যান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী নীতি বিদ্রোহী দেব সহ বহু মানুষ। সন্ধ্যায় বটতলা মহাশ্মশানে প্রয়াতার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মনও কল্যাণী দে'র প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

এদিকে, কল্যাণী দে'র প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে আগরতলা প্রেসক্লাব। প্রেসক্লাবের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তথা রাজ্যের বরিষ্ঠ সম্পাদক সুবল কুমার দে'র সহধর্মিনী কল্যাণী দে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে আগরতলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতিও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে আগরতলা প্রেসক্লাব।

অন্যদিকে, ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের তরফ থেকেও কল্যাণী দে'র প্রয়াণে শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং প্রয়াতার শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে।

উদয়পুর

● প্রথম পাতার পর

থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাঁসপাতালে পাঠায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। তবে নৈশপ্রহরী রাধা বল্লভ শর্মাকে হত্যা করা হয়েছে তা এক প্রকার স্পষ্ট। কারন মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃতদেহের পাশে পরে রয়েছে একটি দড়ি। এছাড়াও মৃতদেহের মুখ দিয়ে লালা বেরিয়েছে তারও চিহ্ন রয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে হাত-পা বেধে রাধা বল্লভ শর্মার মুখে বিষ ঢেলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে রাধা বল্লভ শর্মার। যদিও তা ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে। এইদিকে রাধা কিশোরপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এখন দেখার পুলিশের তদন্তে কি রহস্য বেরিয়ে আসে।

প্রেমিক

● প্রথম পাতার পর

জন্য নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সুমনের মা ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার।

কাগজ পড়ার আবেদন বর্ষীয়ান মন্ত্রীর

* অশোক সেনগুপ্ত *

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি "কাগজ পড়ুন। কাগজ পড়ান। কাগজই হল সমাজের দর্পণ।" রবিবার এভাবেই 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টসের (ডব্লুবিইউজে) বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) আবেদন করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গে প্রত্যেকের মধ্যে দেশাত্মবোধ আনার আবেদনও করেন তিনি।

মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, "প্রযুক্তি যত এগিয়ে যাচ্ছে, ততই যেন সংকটে পড়ছে সংবাদপত্র শিল্প। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি কাগজ পড়া থাকবে। ভবিষ্যতেও খবরের কাগজ বেঁচে থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। চারপাশে যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তাতে চরম অনিশ্চয়তার মুখে এই জগৎ। সংকটের মুখে আমি বলব সবাইকে মনে করতে হবে, আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি সেটি আমার। এ দেশ আমার। এই দেশাত্মবোধ প্রত্যেকের মধ্যে আনতে হবে। প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে রুজির মাধ্যমে পরিবার প্রতিপালন করি। এলাম গেলাম এই মনোভাব বদলে ফেলতে হবে।"

শোভনদেববাবু বলেন, "দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে। না হলে কেউ বাঁচবে না। সাংবাদিকদেরও হাত-পা বাঁধা। মালিকপক্ষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার কোনও সুযোগ তাঁদের নেই। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার বজায় রাখতে হবে।" দেশে চলমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে বলেন, "সমাজের উপর সরকারের কোনও দায়িত্ব নেই এ হতে পারে না। চাকরি দিতে পারব না সেটা যেমন নিশ্চিত, তেমনই এটাও মনে রাখতে হবে কাজের সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে।"

কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই অনুষ্ঠানে প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর বলেন, অনিশ্চয়তার মুখে অসংগঠিত শিল্পে পরিনত হয়েছে প্রচারমাধ্যম। যতই চেষ্টা করিনা কেন, বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। এই অবস্থায় প্রত্যেকের নিজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে যৌথ আন্দোলন করতে হবে। জেলার সাংবাদিকরা যৌথ মঞ্চের মাধ্যমে সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল তৈরি করুন। আমরা কলকাতা প্রেস ক্লাবের তরফে চেষ্টা করেছি আয়ের একাংশ এই তহবিলের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের সহায়তা করতে। পেশার ধারা বদলে যাচ্ছে। আমাদের পেশাগতভাবে সংগঠিত হতে হবে। বিকল্প ভাবনা, পরিবর্তিত পরিস্থিতি খুঁজে বার করতে হবে। অন্যথায় বেঁচে থাকতে পারব না।

ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টসের (এনইউজে) সর্বভারতীয় সভাপতি প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী বলেন, সাংবাদিকদের অধিকারে একের পর এক আঘাত আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমবিরোধী কার্যকলাপে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তবে সংবাদপত্র বা প্রিন্ট মিডিয়া এখনই উঠে যাবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।

এদিনের সম্মেলনে ব্যাঙ্কের ৯টি শ্রমিক সংগঠনের 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস'-এর আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ খান বলেন, সংবাদমাধ্যম আজ আর পাঁচটা শ্রমিকদের মতই আক্রান্ত। কিন্তু সাংবাদিকদের মানবিক মুখ, মানবিক চরিত্রের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। তাই সাংবাদিকদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা দরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দীপক রায়, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, ধন্যবাদ জানান কল্যাণ পন্ডিত। সংযোজনায় ছিলেন সোমেশ্বর বড়াল।

এ দিন সভায় ডব্লুবিইউজে-র নতুন কর্মসমিতি তৈরি হয়েছে। এর সভাপতি প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী (আনন্দবাজার পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- দীপক রায় (ফ্রিল্যান্সার), কার্যকরী সভাপতি- প্রবীর চক্রবর্তী (আইএনএস), ভাইস প্রেসিডেন্ট- সজল বসু (আইএনএস), অশোক সেনগুপ্ত (হিন্দুস্তান সমাচার), তুষার গাঙ্গুলি (কালান্তর), অর্গানাইজিং সেক্রেটারি- সোমেশ্বর বড়াল (পিটিআই/ টাইমস অফ ইন্ডিয়া), সেক্রেটারি- প্রশান্ত দাস (নিউজ টাইম), অলীপ মিত্র কোষাধ্যক্ষ- কল্যাণ পন্ডিত।

বসতবাড়ি

● প্রথম পাতার পর

হন। তবে ততক্ষণে আগুনের লেলিহান শিখায় অনিন্দম নাথদের বাড়ির সিংহভাগই পুড়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় দশ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

আগুন লাগার কারণ এই খবর লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে ঘটনার পর পুলিশ এসে তদন্তে নেমে অগ্নিকাণ্ডের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে বলে জানা গেছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, হয়তো বিড়ির আগুন থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হয়ে পারে।

কমলপুরের সেতরাইয়ে বিজেপিতে যোগদান কর্মসূচীতে উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব।

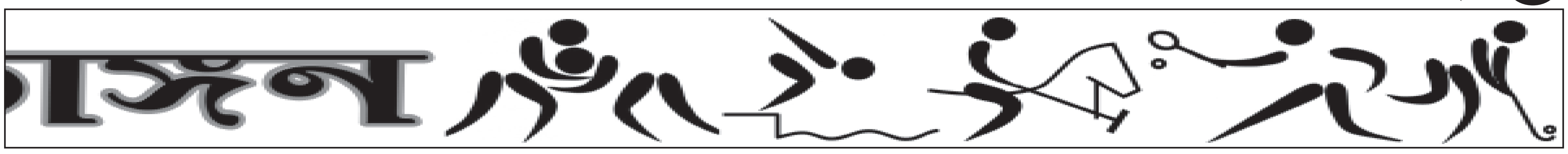

উদ্বোধনের অপেক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম

আহমেদাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উদ্বোধনের অপেক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। আগামীকাল ২৪ ফেব্রুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে উদ্বোধন হতে চলেছে গুজরাটের আহমেদাবাদের মোতেরায় তৈরী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যার দর্শক ধারণ ক্ষমতা থাকছে ১ লাখ ১০ হাজার।

গুজরাট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এই মাঠই বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ১ লক্ষ ২৪ দর্শকাসন আসন বিশিষ্ট মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে ছাপিয়ে ভারতের এই মাঠ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়াম। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের স্বপ্ন দেখেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। গান্ধীনগর থেকে নয়াদিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সেই স্বপ্ন সত্যি হওয়ার পথে। আগামীকাল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত ধরে উদ্বোধন হচ্ছে

আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। বিশ্বের মানচিত্রে অন্য জায়গা করে নেবে মোদীর এই 'ড্রিম প্রোজেক্ট'। আগামী বছর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ডে-নাইট টেস্ট খেলবে ভারত। এটি হবে ভারতের মাটিতে দ্বিতীয় গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ।

২৪ ফেব্রুয়ারি স্টেডিয়াম উদ্বোধনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন মার্কিন যুক্তারাষ্ট্রের ফার্স লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘিরে নতুন করে সেজে উঠেছে আহমেদাবাদ শহর।

ব্যাটে-বলে দলের ব্যর্থতায় প্রথম টেস্টে আরও চাপে ভারত

ওয়েলিংটন, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ব্যাটে বলে দলের ব্যর্থতায় ওয়েলিংটনে আরও চাপে ভারত উ নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে প্রথমে ব্যাটিং বিপর্যয় পরে প্রতিপক্ষের টেল এন্ডারদের তাড়াতাড়ি আউট করতে ব্যর্থ হল ভারতীয় বোলিং। যার ফলে ১৮৩ রানের বিশাল লিড পান কেন উইলিয়ামসনরা। ভারতের হয়ে কেবলমাত্র ইশান্ত শর্মা ৫ উইকেট নেন। ১৮৩ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলেন ফের ব্যর্থ হলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি উ তৃতীয় দিনের শেষে এখনও কিউয়িদের থেকে পিছিয়ে টিম ইন্ডিয়া।

দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ২১৬ রান থেকে রবিবার খেলা শুরু করে নিউজিল্যান্ড। তাড়াতাড়ি আউট হয়ে যান বিজে ওয়াটলিং ও টিম সাউদি। দেখে মনে হচ্ছিল নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস হয়তো জলদি শেষ করে দেবে ভারত। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ালেন কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম, জেমিসন ও ট্রেন্ট বোল্ট। তিনজনেই দ্রুত রান তুললেন। গ্র্যান্ডহোম ৪৩, জেমিসন ৪৪ ও বোল্ট ৩৮ রান করেন। ফলে ৩৪৮ রানে শেষ হয় কিউয়িদের প্রথম ইনিংস। এর আগে ভারত প্রথম ইনিংসে তুলেছিল ১৬৫ রান। ফলে ১৮৩ রানের বিশাল লিড পান কেন উইলিয়ামসনরা। ভারতের হয়ে কেবলমাত্র ইশান্ত শর্মা ৫ উইকেট নেন।

দ্বিতীয় ইনিংসও খুব একটা ভাল শুরু হয়নি ভারতের। মাত্র ১৪ করে আউট হন পৃথ্বী শ। পূজারা করেন ১১। ময়ঙ্ক আগরওয়াল এই ইনিংসেও অনেক দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করছিলেন। তাঁর সঙ্গে পার্টনারশিপ গড়েন অধিনায়ক কোহলি। দেখে মনে হচ্ছিল দ্বিতীয় ইনিংসে হয়তো ব্যাটে রান পাবেন বিরাট। কিন্তু ১৯ রান করে বোল্টের বাউন্সারে আউট হন তিনি। ময়াঙ্ক আগরওয়াল একমাত্র লড়ছিলেন। কিন্তু বিতর্কিত আউটে ফিরতে হল তাঁকে। ৫৮ করে সাউদির বলে তিনি আউট হতেই ভারতের সিরিজ বাঁচানোর আশা শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় দিনের শেষে ভারত চার উইকেট হারিয়ে তুলেছে ১৪৪। ক্রিজে অপরাজিত আছেন অজিঙ্ক রাহানে (২৫) ও হনুমা বিহারি (১৫)। নিউজিল্যান্ডের সফলতম বোলার ট্রেন্ট বোল্ট (৩-২৭)। এখনও নিউজিল্যান্ডের থেকে ৩৯ রানে পিছিয়ে ভারত। হাতে আর ছয় উইকেট। ওয়েলিংটনে প্রথম টেস্টের তৃতীয় দিনের শেষে অ্যাডভান্টেজ নিউজিল্যান্ড।

করোনাভাইরাস: সেরি আর ৩ ম্যাচ স্থগিত

করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কায় ইতালির শীর্ষ ফুটবল লিগ সেরি আ”র তিনটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।ইতালির প্রধানমন্ত্রী জুসেপ্পে কন্তে শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন, ‘‘ক্রীড়ামন্ত্রী ভিনসেঞ্জো স্পাদাফোরার চাওয়ায় ভেনেতো ও লমবারদি অঞ্চলে রোববারের সকল ক্রীড়া ইভেন্ট স্থগিত করা হয়েছে।”স্থগিত হয়েছে ইন্টার মিলান ও সাম্পদোরিয়া, ভেরোনা ও কাইয়ারি এবং আতালান্তা ও সাস্সুয়োলোর ম্যাচ। ইন্টার মিলান টুইট বার্তায় সান সিরোতে তাদের রোববারের ম্যাচ স্থগিত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে।এর আগে শনিবারও ইতালিতে বেশ কিছু ফুটবল ম্যাচ স্থগিত করে কর্তৃপক্ষ।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়ে স্বস্তির ড্র সাইফের

দ্বিতীয়ার্ধে ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পর খেই হারাল সাইফ স্পোর্টিং। হজম করল দুই গোল। এরপর অবশ্য দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে চট্টগ্রাম আবাহনীর বিপক্ষে স্বস্তির ড্র করেছে দলটি। ময়মনসিংহের রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে রোববার দুই দলের প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-২ সমতায় শেষ হয়।গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৯তম মিনিটে এক খেলোয়াড়কে মারাত্মক ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন সাইফের ফয়সাল আহমেদ। এর দুই মিনিট পর গোল খেয়ে বসে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ও রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস অ্যান্ড সোসাইটিকে আগের দুই ম্যাচে হারানো সাইফ।

ডান দিক থেকে চিনেডু ম্যাথিউয়ের আড়াআড়ি ক্রসে নিক্সন গুইয়েরো হেড করার পর পেয়ে যান দূরের পোস্টে থাকা চার্লস দিদিয়ের। তার ফিরতি পাসে প্লেসিং শটে জাল খুঁজে নেন গুইয়েরা।৬৫তম মিনিটে মোনায়েম খান রাজুর কর্নারে দিদিয়েরের হেড গোললাইন থেকে ফেরান ডিফেন্ডার রিয়াদুল ইসলাম রাফি। ছয় মিনিট পর এমেরি বাইসেঙ্গের ফ্রি-কিক পাঞ্চ করে ফিরিয়ে চট্টগ্রাম আবাহনীর ত্রাতা মোহাম্মদ নাঈম।৭৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘের কাছে আগের ম্যাচে হেরে আসা চট্টগ্রাম আবাহনী। দিদিয়েরের বাড়ানো বল ধরে প্রথম দফায় গোলরক্ষকের গায়ে মারার পর ফিরতি শটে লক্ষ্যভেদ করেন ম্যাথিউ।শেষ দিকে রাফির ফ্রি-কিকে এক সতীর্থ হেড করার পর গোলমুখ থেকে নিখুঁত টোকায় সাইফকে ম্যাচে ফেরান বাইসেঙ্গে। যোগ করা সময়ে কর্নার থেকে হেডে সমতা ফেরান রুয়ান্ডার এই ফরোয়ার্ড। তিন ম্যাচে দুই জয় ও এক ড্রয়ে ৭ পয়েন্ট সাইফের। একটি করে জয় ও ড্রয়ে ৪ পয়েন্ট চট্টগ্রাম আবাহনীর।

জড়িয়ে ধরেছেন মেসি, তাই জার্সি ধোবেন না ব্রাথওয়েট

জরুরি ভিত্তিতে খেলোয়াড় কেনার সুযোগে অখ্যাত মার্টিন ব্রাথওয়েটকে দলে ভেড়ানোয় কম সমালোচনা শুনতে হয়নি বার্সেলোনাকে। অভিষেক ম্যাচেই সমালোচকদের জবাব দিয়েছেন ২৮ বছর বয়সী এই ড্যানিশ ফরোয়ার্ড। পারফরম্যান্স দিয়ে নজর কেড়েছেন, লিওনেল মেসির গোলে রেখেছেন অবদান। প্রাপ্তি আছে আরও একটি, পেয়েছেন মেসির আলিঙ্গন! তাতে দারুণ শিহরিত ব্র্যাথওয়েট। ম্যাচ শেষে মজা করেছেন, কিংবদন্তির স্পর্শ পাওয়া নিজের সেই জার্সি কখনও ধোবেন না!গত বৃহস্পতিবার এক কোটি ৮০ লাখ ইউরোয় নতুন ঠিকানায় যোগ দেন এই ফরোয়ার্ড। অভিষেক হয়ে গেল বার্সেলোনার পরের ম্যাচেই। কাম্প নউয়ে শনিবার লা লিগায় এইবারের বিপক্ষে ৫-০ গোলে জয় পাওয়া ম্যাচে শেষ ২০ মিনিট মাঠে ছিলেন ব্রাথওয়েট। দলের শেষ দুই গোলে ছিল তার অবদান।নির্ধারিত সময় শেষের তিন মিনিট আগে ডান প্রান্ত থেকে ভিদালের চিপ দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বাম প্রান্ত দিয়ে ঢুকে পড়েন ব্রাথওয়েট, করেন নিচু দারুণ ক্রস। বল গোলরক্ষকের হাতে লেগে চলে যায় মেসির সামনে। এক ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে ম্যাচে নিজের চতুর্থ ও এবারের লিগে অষ্টাদশ গোলটি করেন বার্সেলোনা অধিনায়ক।ভাগ্য ভালো থাকলে নিজেও পেয়ে যেতে পারতেন জালের দেখা। ম্যাচের শেষ সময়ে তার শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক। ফিরতি বল ফাঁকায় পেয়ে জালে ঠেলে দেন আর্থার। বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে চ্যাম্পিয়নরা।বার্সেলোনায় যোগ দিতে পেরে এবং মেসির গোলে অবদান রাখতে পারায় ম্যাচ শেষে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ব্রাথওয়েট।‘‘মেসি আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন (পাসের জন্য)।”আলিঙ্গনের সময় মেসি তাকে কী বলছিলেন? এমন প্রশ্নে ব্রাথওয়েটে বলেন, “তিনি অসাধারণ একজন মানুষ। তিনি চেষ্টা করছিলেন আমি যেন মানিয়ে নিতে পারি এবং পাস দেওয়ার জন্য আমাকে খুঁজেছেন।”

“তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করায় আমার জার্সিটা ধুতে দেব না (হাসি)।

সত্যি বলতে, তার জন্য গোল তৈরি করতে পেরে আমি অনেক খুশি।” ফরাসি ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ছয় মাসের জন্য ছিটকে যাওয়ায় দলবদলের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের খেলোয়াড় কেনার বিশেষ সুযোগ দেয় লা লিগা কর্তৃপক্ষ।

কাতালান ক্লাবে প্রথমবারের মত মাঠে নামার সময় দর্শকদের কাছ থেকে পাওয়া অভিনন্দনও হৃদয় ছুঁয়ে গেছে ব্রাথওয়েটের।

পাঁচ উইকেট নিলেন ইশান্ত, খুশি গিলেসপি

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রাক্তন ছাত্রের সাফল্যে খুশি জেসন গিলেসপি।

নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্টে ভারতের সামগ্রিক ব্যর্থতার মধ্যেও পেসার ইশান্ত শর্মা পাঁচ উইকেট নেওয়ায় টুইটারে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন এই পেসার লেখেন, “ইশান্তকে ভাল বল করতে দেখে খুব খুশি হয়েছি।

নিউজিল্যান্ডে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে টম লাথাম, টম ব্লান্ডেল, রস টেলর, টিম সাউদি ও ট্রেন্ট বোল্টকে আউট করার পর ইশান্তের পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন পেসার জেসন গিলেসপি।

যিনি ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের সাসেক্স কাউন্টিতে ইশান্তের কোচ ছিলেন। রবিবার তিনি টুইটারে লেখেন, “ইশান্তকে ভাল বল করতে দেখে খুব খুশি হয়েছি। এর নেপথ্যে ওর শেখার ইচ্ছা, উন্নতির তাগিদ ও আরও ভাল করার ইচ্ছা রয়েছে। বিসিসিআইয়ের বর্তমান কোচিং স্টাফদের অবদানও রয়েছে এর পিছনে।”

বাতিস্তুতার রেকর্ড ছুঁলেন রোনালদো

শাদার ক্যারিয়ারে নিজের হাজারতম ম্যাচে দারুণ এক রেকর্ড স্পর্শ করেছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। সেরি আয় এক মৌসুমে টানা ১১ ম্যাচে গোল করে গাব্রিয়েল বাতিস্তুতা ও ফাবিও কুয়াইয়েরেল্লার পাশে বসেছেন ইউভেন্তুসের এই পর্তুগিজ তারকা।স্পালের বিপক্ষে শনিবার ২-১ ব্যবধানে জেতা ম্যাচের ৩৯তম মিনিটে হুয়ান কুয়াদরাদোর ক্রস থেকে গোলটি করেন রোনালদো।সাবেক ফিওরেন্তিনা কিংবদন্তি বাতিস্তুতা রেকর্ডটি গড়েছিলেন ১৯৯৪-৯৫ মৌসুমে।

উল্টোডাঙায় বিজেপির মিছিলে হামলা আঙুল উঠেছে তৃণমূলের দিকে

কলকাতা, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):রবিবার ছুটির বেলায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-র সমর্থনে উল্টোডাঙায় মিছিলে সামিল হন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা ঊ কিন্তু অভিযোগ উঠেছে মিছিলে বাঁধা দেওয়া হয় হামলাও হয় ঊ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূলের দিকে।

বিজেপির অভিযোগ, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলরের অনুগামীরা মিছিলের ওপর হামলা চালায়ঊ বিজেপি কর্মীদের মারধর করা হয় হলেও অভিযোগঊ চোখে পিঠে আঘাত লেগেছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি কর্মীরা। আহতদের আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বলে খবর ঊ এই মর্মে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বিজেপি ঊ তবে, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃনমূল।

সম্ভাবনাময় পর্যটনস্থল ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। উদয়পুর মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন উত্তর কালবনস্থিত বনদফতর এর জায়গায় যমুনা লেইককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে এক পর্যটন কেন্দ্র। এমনই আশা ব্যক্ত করছেন স্থানীয়রা। রবিবার এই জায়গাটি পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতী জেলা শাসক ড. তরুণ কান্তি দেবনাথ, গোমতী জেলা পুলিশ সুপার লাকি চৌহান সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ বলেন এই লেইকটিতে বিভিন্ন প্রজ্যাতির পাখিদের আসা যাওয়া এবং অবাধ বিচরণ। তাই এই লেইকটিকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে এখানে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা চলছে। আর তার জন্য বনদফতরকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

এনপিআরের বিরোধীতা করে সিপিএমের প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ন্যাশন্যাল পপুলেশন রেজিস্টার বা এনপিআরের বিরোধীতাকরে সর্বভারতীয় আন্দোলন কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে সিপিআইএম রাজ্যেও প্রচার আন্দোলনে সামিল হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার রাজধানীর মঠচৌমুহনী এলাকায় প্রচার অভিযানে সামিলর হয় সিপিআইএম। এবিষয়ে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য অমল চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জনগণনার সঙ্গে এনপিআর তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাতে ২১টি প্রশ্নমালা থাকবে। জনগণনায় সাধারণ ১০টি প্রশ্নমালা থাকে। গণনার উত্তর দেবেন জনগণ। কিন্তু এনপিআরের উত্তর না দেবার জন্যই সিপিআইএম প্রচারাভিযানে সামিল হয়েছে। তারা এব্যাপারে একটি লিকলেটও জনগনের হাতে তুলে দিচ্ছে। এনপিআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ গোটা দেশ জ্বলছে বলেও অমলবাবু উল্লেখ করেন।

রবিবার স্যন্দন পত্রিকার সম্পাদকের স্ত্রী কল্যাণী দে'র প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর মরদেহে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি- নিজস্ব।

চুড়াইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সূচনা হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকাধীন ত্রিপুরা অসম সীমান্ত চুড়াইবাড়ি এলাকায় চুড়াইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শুভ সূচনা হয় আজ। চুরাইবাড়ি নিচের বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলটির উদ্বোধন হয়। ফিতা কেটে চুরাইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শুভ উদ্বোধন করেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা উদ্বোধক আসামের করিমগঞ্জ বায়োটেকনোলজি কলেজের প্রফেসর ডক্টর প্রদীপ কুমার নাথ। তাছাড়া বিশেষ অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিবুর রহমান, আসাম ক্যারাটে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি রন্দীপ সইকিয়া, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মনিকা বড়ুয়া প্রমুখ। চুড়াইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শুভ উদ্বোধনে উপস্থিতি অতিথিরা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন। উনারা বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, চুড়াইবাড়ি এলাকাটি প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা সুতরাং সেই দিকের উপর নজর দিয়ে এবং কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার দিকে আরো অগ্রসর করতে এই স্কুলের শুভ উদ্বোধন। বর্তমানে কেজি ওয়ান কেজি টু এবং স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান ও স্ট্যান্ডার্ড টু এর ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়ে গিয়েছে। পড়াশোনার পাশাপাশি চুরাইবারি পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যারাটে, আর্ট, যুগা ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দেবে।

এদিকে চুরাইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল হোসেন মোহাম্মদ হানি জানান, চুড়াইবাড়ির মত প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে উনাদের এই প্রয়াস। অন্যান্য বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের তুলনায় চুড়াইবাড়ি পাবলিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এডমিশন ফি স্ট্রাকচারও অনেক কম বলে জানান প্রিন্সিপাল।

বিহারে বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, নিহত পাঁচ

রোতাস, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত পাঁচ। গুরুতর জখম ১২। রবিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের রোতাসে কিরিহিরির শিওসাগরে দুই নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

দুর্ঘটনার জেরে এদিন যান চলাচল ব্যাহত হয় জাতীয় সড়কে। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। নিহতদের মধ্যে এক দম্পতিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই দম্পতিকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। নিহতরা হলেন মুক্তার খান এবং রেশমা খাতুন। আহতদের সাসারামের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রাণ ফিরিয়ে দিল পুলিশ

কলকাতা,২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):ফের মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে প্রাণ ফিরিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যার চেষ্টা করলে মৃত্যুর আগের মুহূর্তে যুবককে রক্ষা করল গরফা থানার পুলিশ।

শনিবার গভীর রাতে গরফা থানা এলাকার সাপুইপাড়ার বাসিন্দা ফেসবুক লাইভ করার সময়ই আত্মহত্যার চেষ্টা করে । সেই লাইভ দেখা মাত্রাই যুবকের এক বন্ধু ১০০ ডায়াল করে। খবর পাওয়া মাত্রই লালবাজারের তরফে ট্র্যাক করে যুবকের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঊ সেখান থেকে লোকেশন পায় পুলিশ। লোকেশানের ভিত্তিতে খবর দেওয়া হয় গরফা থানা। মুহুর্তের মধ্যে গরফা থানার পুলিশ হাজির হয় ঘটনাস্থলে। উদ্ধার করে ওই যুবককে। তবে, কি কারণে এই আত্মহত্যার চেষ্টা তা খতিয়ে দেখছে গরফা থানার পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওই যুবক।

দেশাত্মবোধের ডাক পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান মন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ ফেফ্রুয়ারি (হি. স.): এবার দেশাত্মবোধের ডাক দিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্ষীয়ান মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রবিবার সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে তিনি এ নিয়ে বলেন, দেশে অনাচার চলছে একথা ঠিক। তবে আমাদের সবাইকে নিজেদের দায়িত্বের দিকটা দেখতে হবে। তাদের সবার মাথায় রাখতে হবে কর্মদাতা প্রতিষ্ঠানের কথা। যে জন্য তারা সংসার নির্বাহ করছে। দেশকে ভালবাসতে হবে। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের (এনইউজে) রাজ্য শাখা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের (ডব্লুবিইউজে) সাধারণ বার্ষিক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এ কথা বলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ এবং অচিরাচরিত দফতরেরের মন্ত্রী। সভায় তিনি বলেন কেন্দ্র শ্রমিক বিরোধী এবং জনবিরোধী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জটিলতা তৈরি করছে। তার মধ্যেও আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

আজকের অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন এনইউজে-র সর্বভারতীয় সভাপতি প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী, ব্যাঙ্কের ৯টি কর্মী-সংগঠনের সর্বভারতীয় যৌথ মোর্চার আহ্বায়ক সিদ্ধার্থ খান, কলকাতা

প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুর, ক্লাবের সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক, দীপক রায়, প্রবীর চ্যাটার্জী, কল্যাণ পন্ডিত প্রমুখ। অনুষ্ঠান সংযোজনায় ছিলেন সোমেশ্বর বড়াল।

এই সঙ্গে রবিবার ডব্লুবিইউজে-র নতুন কর্মসমিতি তৈরি হল। এর সভাপতি হলেন প্রজ্ঞানন্দ চৌধুরী (আনন্দবাজার পত্রিকা), সাধারণ সম্পাদক- দীপক রায় (ফ্রিল্যান্সার),

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহানগরে বসল অনুবাদ সাহিত্যের কর্মশালা

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): ইন্টার কালচার পোয়েট্রি এন্ড পার্ফমিং লাইব্রেরী তথা কলকাতা ট্রান্সলেটার ফোরামের যৌথ উদ্যোগে সত্যজিত রায় প্রেক্ষাগৃহে কবিতা কেন্দ্রিক অনুবাদের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের একাধিক শহর থেকে প্রায় ৫০ জন তরুণ অনুবাদক অংশগ্রহণ করেছে। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পার্ফমিং লাইব্রেরীর সম্পাদক নিশি পুলুগুর্থ জানিয়েছেন, কবিতার প্রতি দেশের তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করাই এই কর্মশালার উদ্দেশ্য। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্তরের সাহিত্যও তরুণ প্রজন্মের কাছে উন্মোচন করা। কলকাতা ট্রান্সলেটার ফোরামের সভাপতি তথা রাওয়াল পুষ্প জানিয়েছেন, অনুবাদের বিশেষতা এই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমচন্দ্র, ভীষ্ম সাহানি, অমৃতা প্রীতম কোনও একটি ভাষায় পরিচিত নন। তাঁরা ভারতীয় সাহিত্যিক হিসেবেও বেশি পরিচিত। অনুবাদের কারণে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

দুর্গাপুরে বিজেপির থানা ঘেরাওয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

দুর্গাপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারী(হি.স.): দলীয় নেতার ওপর হামলার প্রতিবাদে বিজেপির থানা ঘেরাওয়ে ধুন্ধুমার কান্ড। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। রবিবারও ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত শিল্পশহর দুর্গাপুর। পাল্টা অরাজনৈতিক সভা থেকে বিজেপিকে শুধরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারী।

উল্লেখ্য, শনিবার একটি অরাজনৈতিক সভার অনুমতিকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শিল্পশহর দুর্গাপুর। নির্ধারিত সভাস্থলের অনুমতি নিয়ে শহরের একটি পার্কের লিজে নেওয়া সংস্থার কর্নধার তথা বিজেপি নেতা দেবাশীষ রায়ের ওপর হামলা, তার রেস্তোরায় ভাঙচুর ও গুলি চালানোর অভিযোগে রনক্ষেত্রের চেহারা নেয়। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। রবিবার অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবীতে দর্গাপুর থানা ঘেরাও করে বিজেপি। এদিন ঘটনাস্থল কুমারমঙ্গল পার্কের এলাকা থেকে মাইক বাজিয়ে মিছিল করে দুর্গাপুর অরবিন্দ থানা ঘেরাও করে বিজেপি। ব্যারিকেড সরিয়ে জোর করে থানা চত্ত্বরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশের বাধার মুখে পড়ে বিজেপিকর্মী সমর্থকরা।

শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বিজেপিকর্মীদের ধস্তাধস্তি। ঘটনাকে ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরী হয়। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে আগে থেকে র‍্যাপ, কমব্যট ফোর্স মোতায়ন ছিল। পরে বিজেপিকর্মীরা পুলিশের কাছে কয়েক দফা দাবীতে স্মারকলিপি জমা দেয়। বিজেপির জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান,' দিন দুপুরে যেভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে ঢুকে সেখানের ব্যাবসায়িকে মারধর, তান্ডব, এবং গুলি চালাল তৃণমূল, তাতে প্রমান করে শহরে আইনশৃঙ্খলা তলানিতে ঠেকেছে। তাই তিনদিনের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবী জানিয়েছি। অন্যথায় লাগাতর আন্দোলন হবে।'

অন্যদিকে কুমারমঙ্গল পার্কের নির্ধারিত মঞ্চেই অরাজনৈতিক সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুরের মেয়র দিলীপ আগস্তি, আসানসোলের মেয়র তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি জিতেন্দ্র তেওয়ারী। এদিন সভামঞ্চ থেকে বিজেপিকে শুধরে যাওয়ার হুঁশিয়ারী দেন তিনি। জিতেন্দ্র তেওয়ারী বক্তব্যে বলেন,'গতকাল যারা সভা বাধা দিতে এসেছিলেন রাত্রেই হয়তো চুড়ি পরে নিয়েছে। তাই সভা বন্ধ করতে আজ আর আসেনি।' তিনি বিজেপিকর্মীদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন,'গতকাল যা ভুল করেছেন সবই মাফ। তাই আজ নিজেদের ভুল শুধরে এই সভায় অংশ নিন। দু-চারটা ফুলের মালা আছে ওনাদেরও পরিয়ে দিন। আগামীদিন সবাইকে নিয়ে কাজ করুন। হয় আপনার শুধরে যান। না হলে আপনাদের শুধরানোর মতো দুর্গাপুরে আমাদের অনেক ভাল লোক আছে। তারা আপনাদের সঠিক রাস্তায় নিয়ে আসবে।' জিতেন্দ্র তেওয়ারীর এই বক্তব্য রীতিমতো বিতর্কের দানা বেঁধেছে।

পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই বলেন,' কারও সভা বন্ধ করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না। তৃণমূলের যেমন সংস্কৃতি সেরকমই উনি বলেছেন।' শনিবারের ঘটনা ও রবিবার বিজেপির মাইক বাজানো প্রসঙ্গে ডিসি অভিষেক গুপ্তা বলেন,' ঘটনার তদন্ত চলছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা র সময় মাইক বাজানোর জন্য আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যপালের ট্যুইট ঘিরে জল্পনা

কলকাতা, ২৩ ফ্রেবুয়ারি (হি.স.):পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি সভাপতিত্ব করবেন বলে টুইট করেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। আর তারপরেই রাজ্যপালের ট্যুইট ঘিরে বিভিন্ন মহলে শুরু হয় জল্পনা ঊ

টুইট করে রাজ্যপাল লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারি সভাপতিত্ব করবঊআগামী দিনে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়েও উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনার দিকে তাকিয়ে আছি'ঊ

তবে, আগামী ২৫ শে ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করার প্রস্তাব জানালেও শেষমেষ সমাবর্তনে যোগ দিতে পারবেন কিনা রাজ্যপাল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ।

প্রসঙ্গত, যাদবপুর , কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনে রাজ্যপেলকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও শেষমেষ পড়ুয়া ও কর্মচারীদের একাংশের বিক্ষোভের জেরে সমাবর্তনে ঢুকতে পারেননি রাজ্যপাল। সম্প্রতি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়। মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন নিয়ে আচার্য হিসেবে তাকে জানানোই হয়নি বলে অভিযোগ আনেন রাজ্যপাল নিজেই । যা নিয়ে উপাচার্য তার নিজের দায়িত্ব পালন করতে পারিনি বলে শোকজও করেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে।

পাহাড়ে উন্নয়ন হয়নি বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক বেণী চন্দ্র জমাতিয়াকে সংবর্ধনা এবং রাজ্যে ব্রু জনজাতিদের স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ায় রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্রপুর কলোনি স্কুল ময়দানে। প্রধান বক্তা হিসেবে জনসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ এবং গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি মানিক লাল এবং গোমতী জেলা বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় প্রমুখ। জনসভায় উপস্থিত সম্মানিত অতিথি পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপক বেণী চন্দ্র জমাতিয়াকে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের ছবি হাতে তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জানায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন রাজ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে হলে সরকারি বিভিন্ন যোজনা অর্থাৎ প্রকল্পগুলি কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগতদিনের সরকার কোনদিন এই ধরনের সম্মান দিতে জানেনি। রাজ্যে আগামী দিনে এডিসি বিজেপি গঠন করলে পাহাড়েও উন্নতির পথে হাঁটবে। বিগতদিনে সরকার পাহাড়ে জনজাতিদের শিক্ষা দীক্ষা পিছিয়ে রেখেছে। উন্নয়ন বলতে কিছুই হয়নি। রাজ্যে এখন সবকা সাথ সবকা বিকাশ হচ্ছে। পাহাড়কে আরও শক্তিশালী ও উন্নয়ন করতে হলে আগামীদিনে বিজেপি সরকার গঠন করতে হবে। দেশে এবং রাজ্যে একমাত্র বিজেপিই পারে উন্নয়ন করতে। সরকার এখন এই দিশায় কাজ করছে।

সিএএ'র প্রতিবাদে বাইক র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। সিএএ'র প্রতিবাদ জানিয়ে টিআইপিআরএ এর উদ্যোগে খোয়াই রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা এলাকায় এক বাইক র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। বাইজলবাড়ি থেকে বাইক র‍্যালী শুরু হয়ে রামচন্দ্রঘাট, আমপোরা হয়ে পুনরায় বাইক র‍্যালীটি বাইজলবাড়িতে গিয়ে শেষ হয়। এইদিনের বাইক র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন সংসগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য অনন্ত দেববর্মা, সুহেল দেববর্মা, রঞ্জিত দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। প্রায় দুইশ বাইক র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ করে।

১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষকদের সভা খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। ১০৩২৩ এর একটি সংগঠন অল ত্রিপুরা ১০৩২৩ ভিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠন এর উদ্যোগে খোয়াই মহকুমার শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বিআরসি হলে। এই সংগঠনের পক্ষ থেকেও সরকারের অবস্থান সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। শিক্ষকদের দুশ্চিন্তামুক্ত থাকার আশ্বাস প্রদান করা হয় এদিন। কারণ হাতে আর মাত্র ৩৬ দিন। এর মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত শিক্ষকদের নিয়ে সরকারের প্রতি আস্থা রেখেই সংগঠনের এই কর্মসূচী বলে জানান সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য সত্যকুমার দেববর্মা।

প্রয়াত সাংবাদিকের বাড়িতে সুবল ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। সাংবাদিক সুব্রত সাহার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক। সাংবাদিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে রবিবার প্রয়াতের বাড়িতে আসেন সুবল ভৌমিক। তিনি প্রয়াতের পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বলেন। সুবল ভৌমিক জানান, সুবত সাহা ছিলেন সাহসী সাংবাদিক। প্রয়াতের পরিবারের এই দুঃসময়ে সরকারী সহায়তার জন্য সুবল ভৌমিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে জানান।

নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করা মানে "বাপুর" বিরোধিতা করা: রন্তিদেব সেনগুপ্ত

বসিরহাট, ২৩ ফেব্রুয়ারি(হি,স) :' আজ যারা নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছেন তারা যাকে বাপুর আসনে বসিয়েছেন তার বিরোধিতা করছেন। নাগরিক সংশোধনী আইনের গুরুত্ব হিসেবে হিন্দুদের যে সুরক্ষা দরকার আছে সেটা ১৯৪৭ সালের ১৬ জুলাই বুঝেছিলেন বাপুজী। সেদিন ও তার থেকে ৫ দিন পরে বাপুজী যে উক্তি করেছিলেন তার থেকে বোঝা যায়, স্বাধীনতার আগেই পুর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত হিন্দুদের ভারতের নাগরিককত্ত দেওয়া উচিত বলে মনে করেছিলেন বাপুজী। একইভাবে ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তান থেকে চলে আসা হিন্দুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে বলে বক্তব্য রেখেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। আর তাই আজ যারা নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছেন তারা নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ এর বিরোধিতা করছেন না তারা বাপুজির বিরোধিতা করছেন' । রবিবার নাগরিক সংশোধনী আইনের বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে এভাবেই মন্তব্য করেন সাংবাদিক তথা বিজেপি নেতা রন্তিদেব সেনগুপ্ত।

রবিবার সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে বসিরহাট মহকুমার টাকি সংস্কৃতি মঞ্চে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এ দিনের আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত। তার সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন হাইকোর্টের আইনজীবী উদয় চন্দ্র ঝাঁ, সংঘ চালক সুকুমার বৈদ্য, প্রান্ত কার্যকর্তা কিংশুক পল্লব বিশ্বাস ও সচেতন নাগরিক মঞ্চের টাকি শাখার সভাপতি আশুতোষ হালদার। এ দিনের আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাগরিক সংশোধনী আইনের যারা বিরোধিতা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে এভাবেই মন্তব্য করেন তিনি। একইভাবে নাগরিক সংশোধনী আইনের বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে এদেশে জিন্না আজাদের পক্ষে দাবি তোলা হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন।

নাগরিক সংশোধনী আইনের বিল পাস হওয়ার পর থেকে যে অশান্তি শুরু হয়েছে পশ্চিমবাংলায় তার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে মুর্শিদাবাদ এলাকার ট্রেন সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পিছনে সন্ত্রাসবাদীদের হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত। পশ্চিমবাংলা থেকে দক্ষিণবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পিছনে মুর্শিদাবাদকে মোঘলস্থান করার চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি তার। সচেতন নাগরিক মঞ্চের এদিনের সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী উদয় চন্দ্র ঝাঁ নাগরিক আইন এর বিলকে ভালোভাবে পড়ে তারপরে মানুষের মধ্যে সেটাকে প্রচারের জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন উপস্থিত সকলকে।

শিলচরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে রজত জয়ন্তী বর্ষের সূচনা শিক্ষা বিকাশ পরিষদের

শিলচর (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের শুভারম্ভ করল শিক্ষা বিকাশ পরিষদ। রবিবার শিলচর জেলা গ্রন্থাগার ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে রাঙ্গিরখাড়িতে নেতাজি মূর্তি প্রদক্ষিণ করে ক্লাব রোডের কাছাড় নেটিভ জয়েন্টস্টক লিমিটেডের প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শিলচরের সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় ও বিধায়ক দিলীপ পাল পতাকা নেড়ে শোভাযাত্রার সূচনা করেন। শোভাযাত্রায় শিক্ষা বিকাশ পরিষদ পরিচালিত কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ডিমা হাসাও জেলার ৩৮টি বিদ্যালয়ের তিন হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকা অংশ নিয়েছেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা উত্তর পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঝলক প্রদর্শন করে। এছাড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ভারতমাতা ও অন্য মহাপুরুষদের সাজে সজ্জিত ছাত্রছাত্রী ও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সুসজ্জিত ট্যাবলোর সমাহারে শোভাযাত্রাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলে। এদিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা বিকাশ পরিষদের সংগঠন সম্পাদক যোগেন্দ্র সিং শিসোদিয়া, শিক্ষাবিদ বিমল নাথচৌধুরী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের বরিষ্ঠ প্রচারক শশীকান্ত চৌথাইওয়ালে, শিক্ষা বিকাশ পরিষদের সভাপতি তথা শিক্ষাবিদ ড় নিখিল ভূষণ দে, অসিত দত্ত প্রমুখ।

উল্লেখ্য দীর্ঘ কাল থেকেই সংঘ ঘরানার শৈক্ষিক সংগঠন বিদ্যাভারতী বরাক উপত্যকা-সহ দক্ষিণ আসাম প্রান্তের বিভিন্ন স্থানে কাজ করে আসছে। শিক্ষা বিকাশ পরিষদ বিদ্যাভারতীর দক্ষিণ আসাম প্রান্তের প্রান্তীয় সংগঠন। শিলচরে এর সূচনা হয় ১৯৯৫ সালে। এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে বছর ব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নিয়েছে শিক্ষা বিকাশ পরিষদ। এরই প্রথম পর্যায়ে অনুষ্ঠত হয়েছে আজকের শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ায় শিক্ষা বিকাশ পরিষদের সম্পাদক নীহারেন্দু ধর সংগঠনের কার্যকর্তা, প্রশাসন-সহ গণ-মাধ্যমের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

গুণগত শিক্ষার আশ্বাস আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্য সরকারের সাথে আসামের আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌ স্বাক্ষর হয়। যে রাজ্যের বিভিন্ন ক্যাম্পাস মাধ্যমে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে কোয়ালিটি শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া যায়। রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা আসামে গিয়ে পড়াশোনা করতে পারে সেই বিষয় নিয়ে আজ দুপুর খোয়াই সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের বিআরসি হলে আসাম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থামোনালিসা কলিকা, অধ্যাপক অর্জুন দাস ও রাজ্যের সগঞ্জদস্য দেবাঞ্জনী গোস্বামী উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্সের বিষয় তুলে ধরেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।